

এইচ এস সি যুক্তিবিদ্যা

অধ্যায়-১: যৌক্তিক সংজ্ঞা

প্রশ্ন ১: দৃশ্যকল্প-১: সাহিত্য হলো সমাজের প্রতিচ্ছবি।

দৃশ্যকল্প-২: যিনি শিক্ষা দান করেন তিনিই শিক্ষক।

দৃশ্যকল্প-৩: মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। (সকল বোর্ড-২০১৮ এম নং ১/)

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-৩ এ পাঠ্যপুস্তকের যে দুটি বিষয়ের ইজিত রয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. মৌলিক গুণের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ করা যায় না। তাই এ বিষয়ের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব।

ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন মৌলিক গুণ রয়েছে। যেমন: তিক্ততা, মিষ্টতা, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি। এসব মৌলিক গুণের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ না থাকার কারণে অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ করা যায় না। তাই এসব পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকারের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সাধারণত কোনো পদের যৌক্তিক সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: 'দিন হয় দিবস।' এখানে 'দিবস' হলো দিনের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। তাই এ সংজ্ঞাটি চক্রক সংজ্ঞাজনিত দোষে দুষ্ট।

দৃশ্যকল্প-২ এ শিক্ষক পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- যিনি শিক্ষা দান করেন তিনিই শিক্ষক। এখানে 'শিক্ষক' ও 'যিনি শিক্ষা দান করেন' উভয়ই একই অর্থ নির্দেশ করে। অর্থাৎ একই শব্দের পরিবর্তনগত রূপ মাত্র। এ কারণে দৃশ্যকল্প-২ এ চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ রূপক সংজ্ঞা এবং দৃশ্যকল্প-৩ এ যৌক্তিক সংজ্ঞার ইজিত রয়েছে। নিচে উভয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম নিয়মানুযায়ী, 'সংজ্ঞায় পদটি থেকে সংজ্ঞার্থ পদকে অধিক স্পষ্ট করতে হবে। এ জন্য সংজ্ঞায় কোনো রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এরূপ ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞাই হলো রূপক সংজ্ঞা। যেমন: দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত 'সাহিত্য হলো সমাজের প্রতিচ্ছবি।' এখানে সাহিত্য পদটিকে রূপক অর্থে 'সমাজের প্রতিচ্ছবি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-১ এ রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞায় একটি পদের আবশ্যিক গুণ উল্লেখ করা হয়। পদের এ আবশ্যিক গুণকে বলা হয় জাত্যর্থ। জাত্যর্থের জন্য সংজ্ঞায় আসন্নতম জাতি এবং বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। আমরা জানি, 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'। দৃশ্যকল্প-৩ এ বর্ণিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'— এ বক্তব্যে মানুষ পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-৩ এ যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত।

পরিশেষে বলা যায়, রূপক সংজ্ঞা ও যৌক্তিক সংজ্ঞা দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা। রূপক সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হলেও যৌক্তিক সংজ্ঞা কিন্তু ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞা। এ কারণেই দৃশ্যকল্প-২ ও দৃশ্যকল্প-৩ এর মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ২: দৃশ্যকল্প-১ : "আধার হলো আলোর অভাব।"

দৃশ্যকল্প-২ : "শৈশব হলো জীবনের প্রভাত কাল।"

দৃশ্যকল্প-৩ : "সমাজ সংস্কারক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজ সংস্কার করেন।" (ঢাকা বোর্ড-২০১৭ এম নং ১/)

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এবং ৩ এ যে দুটি বিষয়ের ইজিত করেছে সে বিষয় দুটির মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুসারে 'কোনো পদের সংজ্ঞায় সর্বদা সদর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হবে। নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: 'আনন্দ হচ্ছে বেদনার অভাব'— এখানে আনন্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'বেদনার অভাব' নামক নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ আধারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'আধার হলো আলোর অভাব'। অর্থাৎ এখানে আধারের সংজ্ঞায় 'আলোর অভাব' নামক নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-১ এ নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এবং ৩ এ যথাক্রমে রূপক সংজ্ঞা ও চক্রক সংজ্ঞা নামক দুটি বিষয়ের ইজিত রয়েছে। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞায় সর্বদা মূল বা অপরিহার্য শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যদি এর পরিবর্তে রূপক শব্দ ব্যবহার করে কোনো পদের সংজ্ঞা দেওয়া হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত 'শৈশব হলো জীবনের প্রভাত কাল।' এখানে 'শৈশব' পদের সংজ্ঞায় 'জীবনের প্রভাত কাল' নামক রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাই এখানে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- দৃশ্যকল্প-৩ এ বর্ণিত 'সমাজ সংস্কারক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজ সংস্কার করেন।' অর্থাৎ এখানে 'সমাজ সংস্কারক' এর সংজ্ঞা হিসেবে 'যিনি সমাজ সংস্কার করেন' বক্তব্যটি একই অর্থ নির্দেশ করে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-৩ এ চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটেছে।

উৎপত্তিগত অর্থে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। সাধারণত যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি উভয়ই যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত কারণে সৃষ্ট। আমরা যদি যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম ও তৃতীয় নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করি তবে উভয় অনুপপত্তি এড়াতে পারব।

প্রশ্ন ৩ : দৃশ্যকল্প-১ : 'সংগীত হলো দুর্মূল্য কোলাহল'।

দৃশ্যকল্প-২ : 'যিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক'।

দৃশ্যকল্প-৩ : 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। /রাজশাহী বোর্ড-২০১৭/ প্রশ্ন নং ১, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ১, ইম্পারিয়াল পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. স্বকীয় নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কি? বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় কোন ধরনের অনুপপত্তি সংঘটিত হয়েছে? নিয়মসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মের আলোকে দৃশ্যকল্প-২ ও দৃশ্যকল্প-৩ এর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. বিভেদক লক্ষণ না থাকায় স্বকীয় নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

আমরা জানি, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম হলো স্বকীয় নামবাচক পদ। যেমন- নূরজাহান, সুমনা, ঢাকা প্রভৃতি। এরূপ পদের ব্যক্ত্যর্থ থাকলেও জাত্যর্থ থাকে না। অর্থাৎ স্বকীয় নামবাচক পদের কোনো বিভেদক লক্ষণ থাকে না। এ কারণে স্বকীয় নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি সংঘটিত হয়েছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে- 'যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে, সংজ্ঞাটি সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্টতর হতে হবে, কোনো দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি সংঘটিত হয়। যেমন- বক হলো শ্বেত-শুভ্র দীর্ঘ-গ্রীব স্থিতাচারী সুগ্রী বিহঙ্গ। এটি একটি দুর্বোধ্য সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত। কেননা এতে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করে বকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-১-এ সংগীতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'সংগীত হলো দুর্মূল্য কোলাহল।' যেখানে দুর্মূল্য শব্দের অর্থ হলো অতি উচ্চমূল্য এবং কোলাহল শব্দের অর্থ হলো অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ সংগীত হলো অতি উচ্চমূল্যের অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর। বস্তুত সংগীতের এ ধরনের সংজ্ঞায় সহজ-সরল বা সুস্পষ্ট ভাষার পরিবর্তে জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। এ কারণেই প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মের আলোকে দৃশ্যকল্প-২ এ চক্রক সংজ্ঞা এবং দৃশ্যকল্প-৩ এ যৌক্তিক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

আমরা জানি, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- দৃশ্যকল্প-২ এ 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'যিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন

তিনিই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।' এ বাক্যে একই কথার পুনরুক্তি ঘটেছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-২ এ চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটেছে। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞায় একটি পদের আবশ্যিক গুণ উপস্থাপন করা হয়। পদের এ আবশ্যিক গুণকে বলা হয় জাত্যর্থ। পদের জাত্যর্থের জন্য আসন্নতম জাতি এবং বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। যেমন- দৃশ্যকল্প-৩ এ বর্ণিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের পূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-৩ এর দৃষ্টান্তটি যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে পরিগণিত।

চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির মূল কারণ হলো সংজ্ঞায় পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা। অর্থাৎ চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকার ভ্রান্ত সংজ্ঞা। এ কারণে দৃশ্যকল্প-২ এর দৃষ্টান্ত হলো এক প্রকার ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় বলে এখানে ভ্রান্তি বা অনুপপত্তির কোনো আশঙ্কা থাকে না। এ কারণে দৃশ্যকল্প-৩ এর দৃষ্টান্ত হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা। পরিশেষে বলা যায়, চক্রক সংজ্ঞা ও যৌক্তিক সংজ্ঞা দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা। চক্রক সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হলেও যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞা। এ কারণেই দৃশ্যকল্প-২ ও দৃশ্যকল্প-৩ এর মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৪ : দীপা ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, 'মা' সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? মীনা বললো, 'মা হচ্ছে পাখাবিহীন আদর্শ জীব।' 'মোটাই না, মা হচ্ছে এমন জীব যার মাতৃত্ব আছে।'— শীলার উত্তর। ম্যাডাম বললেন, 'ভিন্ন আজিকে তোমাদের দু'জনের ধারণাই ঠিক।' /কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭/ প্রশ্ন নং ২/

- ক. জাত্যর্থের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. স্বকীয় নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে মীনার ধারণা পাঠ্যসূচির কোন বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে? ৩
- ঘ. 'মা' সম্পর্কে শীলা ও মীনার ধারণার পার্থক্য পাঠ্যবিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জাত্যর্থের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Connotation।

খ. সৃজনশীল ও এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে মীনার ধারণা পাঠ্যসূচির 'বর্ণনা' বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে। কোনো পদের উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ অথবা জাত্যর্থের অংশবিশেষ একসাথে উল্লেখ করার প্রক্রিয়া হলো বর্ণনা। বর্ণনায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ না করে শুধু বিবৃতি দেওয়া হয়। যেমন— 'মানুষ' পদের বর্ণনায় আমরা বলতে পারি, 'মানুষ হলো এমন জীব যার দুটি পা, দুটি হাত আছে; যে হাসে, কাঁদে ও যার ব্যক্তিত্ব আছে।' উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় মীনা বলে, 'মা হচ্ছে পাখাবিহীন আদর্শ জীব।' অর্থাৎ সে 'মা' পদের নিছক বিবৃতি দিয়েছে, পূর্ণ জাত্যর্থ বা অপরিহার্য গুণ উল্লেখ করেনি। এ কারণে মীনার ধারণা বর্ণনা হিসেবে পরিগণিত।

ঘ. 'মা' সম্পর্কে শীলা ও মীনার ধারণায় যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনার বিষয় ফুটে উঠেছে। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়। যেমন— 'মানুষ' পদের সংজ্ঞায় জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই উল্লেখ করলে তা যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত হবে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় শীলা বলে, 'মা হচ্ছে এমন জীব যার মাতৃত্ব আছে। অর্থাৎ তার বস্তুব্যে 'মা' পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পেয়েছে বলে এটি যৌক্তিক সংজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে, বর্ণনার ক্ষেত্রে পদের পূর্ণ জাত্যর্থ বা অপরিহার্য অর্থ উল্লেখ করা হয় না, নিছক বিবৃতি দেওয়া হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় মীনা বলে, 'মা হচ্ছে পাখাবিহীন আদর্শ জীব।' অর্থাৎ সে 'মা' পদের নিছক বিবৃতি দিয়েছে। এ কারণে মীনার বস্তুব্য বর্ণনা হিসেবে বিবেচিত।

সংজ্ঞার ক্ষেত্রে জাত্যর্থ ছাড়া অন্যকোনো গুণ উল্লেখ করা হয় না। অর্থাৎ সংজ্ঞায় অবান্তর গুণ আরোপ করা যায় না। এ কারণে যেসব পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় সেসব পদের বর্ণনাও দেওয়া সম্ভব। অপরদিকে, বর্ণনার ক্ষেত্রে উপলক্ষণ (Proprium or Property) ও অবান্তর লক্ষণ (Accidens) উল্লেখ করা হয়। এ কারণে এমন অনেক পদ বা বিষয় রয়েছে যার বর্ণনা দেওয়া গেলেও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন- দ্রব্য, টাকা, সত্য ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনা দু'টি ভিন্ন বিষয়। তবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা যেরূপ বিবৃতি প্রদান করি তা বর্ণনা হিসেবেই অধিক পরিচিত। এ কারণেই 'মা' সম্পর্কে শীলা ও মীনার ধারণায় পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন-৫ দৃষ্টান্ত-১: উপস্থিত বস্তুর মিঠুন বই পড়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললো, 'বই হয় জ্ঞানের উৎস। যতবেশি বই পড়বে ততবেশি জানবে। যারা বই পড়ে তাদের জগৎ-জীবন সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা জন্মে।'

দৃষ্টান্ত-২: পিয়াস তার মামার কাছে সূর্য কী জানতে চাইলে মামা বললেন, 'সূর্য হয় রবি।' *[বরিশাদ বোর্ড-২০১৭/ প্রশ্ন নং ১/]*

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. স্বকীয় নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন? ২
- গ. দৃষ্টান্ত-১ এ প্রতিফলিত বিষয়টি কী সংজ্ঞা না বর্ণনা? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃষ্টান্ত-২ এ মামার দেওয়া সংজ্ঞাটি কি যৌক্তিক? উত্তরের সপক্ষে যতামত দাও।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. দৃষ্টান্ত-১ এ প্রতিফলিত বিষয়টি হলো বর্ণনা।

কোনো পদের উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ অথবা জাত্যর্থের অংশবিশেষ একসাথে উল্লেখ করাকে বলে বর্ণনা। বর্ণনায় শুধু পদের বিবৃতি দেওয়া হয়। যেমন— 'মানুষ' পদের বর্ণনায় বলা যায়, 'মানুষ হলো এমন জীব যার দুটি পা, দুটি হাত আছে; যে হাসে, কাঁদে ও যার ব্যক্তিত্ব আছে।' এখানে মানুষ পদের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে বলে এটি বর্ণনা। তেমনিভাবে দৃষ্টান্ত-১ এ মিঠুন 'বই' পদের বর্ণনা দিয়েছে।

দৃষ্টান্ত-১ এ মিঠুন বই সম্পর্কে বলে, বই হয় জ্ঞানের উৎস। যতবেশি বই পড়বে ততবেশি জানবে। যারা বই পড়ে তাদের জগৎ-জীবন সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা জন্মে।' অর্থাৎ মিঠুন এখানে 'বই' পদের নিছক বিবৃতি দিয়েছে। এ কারণে বলা যায়, দৃষ্টান্ত-১ এ প্রতিফলিত বিষয়টি বর্ণনা হিসেবে পরিগণিত।

ঘ. দৃষ্টান্ত-২ এ মামার দেওয়া সংজ্ঞাটি যৌক্তিক নয়। কারণ মামার বস্তুর চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকার ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়মানুসারে 'কোনো পদের সংজ্ঞায় সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— টাকা হয় অর্থ। এখানে 'টাকা' ও 'অর্থ' পরস্পর সমার্থক শব্দ। এ কারণে টাকার সংজ্ঞায় চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দৃষ্টান্ত-২ এ বর্ণিত ঘটনায় পিয়াসের মামা সূর্যের সংজ্ঞায় বলেন, 'সূর্য হয় রবি।' কিন্তু রবি হলো সূর্যের সমার্থক বা প্রতিশব্দ। যার কারণে দৃষ্টান্ত-২ এ মামার দেওয়া সংজ্ঞাটি চক্রক দোষে দুষ্ট।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এর ফলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। এ কারণে দৃষ্টান্ত-২ এ মামার বস্তুর চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। তাই মামার দেওয়া সংজ্ঞাটি যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন-৬ সোহেল বললো, 'মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।' নাসির বললো, 'মানুষ হলো এমন জীব যার দু'টি পা, দু'টি হাত আছে; সে হাসে, কাঁদে ও তার ব্যক্তিত্ব আছে।' আসমা বললো, 'মানুষ হলো কলুর বলদ।' *[সিলেট বোর্ড-২০১৭/ প্রশ্ন নং ৭/]*

- ক. বাহুল্য সংজ্ঞা কী? ১
- খ. পাপ নয় পূণ্য— সংজ্ঞাটি সঠিক নয় কেন? ২
- গ. আসমার বস্তুর যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সোহেল ও নাসিরের বস্তুর যে দু'টি বিষয় ফুটে উঠেছে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ হিসেবে উপলক্ষণ উল্লেখ করা হলে যে ভ্রান্তি ঘটে তাকে বাহুল্য সংজ্ঞা বলে।

খ. পাপ নয় পূণ্য— সংজ্ঞাটিতে নঞর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণেই সংজ্ঞাটি সঠিক নয়।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুযায়ী— 'কোনো পদের সংজ্ঞা সদর্থকভাবে দেওয়া সম্ভব হলে তাতে নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— পাপ নয় পূণ্য। এখানে নেতিবাচক শব্দের ব্যবহারের ফলে নঞর্থক সংজ্ঞার উদ্ভব হয়েছে। এ কারণেই সংজ্ঞাটি সঠিক নয়।

গ. আসমার বস্তুর যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটি হলো— 'যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে। অর্থাৎ সংজ্ঞায় কোনো রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

উদ্দীপকের আসমা 'মানুষ' পদের সংজ্ঞায় দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। কারণ সে বলেছে 'মানুষ হলো কলুর বলদ।' অর্থাৎ সে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞায় 'কলুর বলদ' নামক রূপকের আশ্রয় নিয়েছে। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। এ কারণেই বলা যায়, আসমার বস্তুর যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে।

ঘ. সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন-৭ শীতকালীন ছুটিতে রফিক সাহেব শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি পৌঁছালেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অনেক ছোটগল্প, কবিতা ও সংগীত সম্পর্কে তিনি তার একমাত্র মেয়ে পিয়াকে ধারণা দিলেন। বাড়ি ফেরার পথে পিয়া জানতে চায়—আব্দু সংগীত কী? জবাবে রফিক সাহেব বলেন, "সংগীত হলো একটা দুর্মূল্য কোলাহল।" পিয়া এর অর্থ কিছুই বুঝল না। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭/ প্রশ্ন নং ১/]*

- ক. মানুষ পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে সংগীতের সংজ্ঞাদানে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে বলে তুমি মনে করো? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সংজ্ঞাদান প্রক্রিয়াটি আলোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষ পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো— 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'।

খ. সংজ্ঞায় ভাষাগত জটিলতা এড়ানোর জন্য দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।

কোনো পদের সংজ্ঞায় সহজ-সরল বা সুস্পষ্ট ভাষার পরিবর্তে জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে তা ভ্রান্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন—

‘বক হলো শ্বেত-শুভ্র দীর্ঘ-গ্রীব স্থিতাচারী সূরী বিহঙ্গ’। এখানে ‘বক’ নামক পাখির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা দুর্বোধ্য প্রকৃতির। তাই এরূপ ভাষাগত জটিলতা এড়ানোর জন্য সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।

গ উদ্দীপকে সংগীতের সংজ্ঞাদানে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত সমস্যা হয়েছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে- ‘যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে, সংজ্ঞাটি সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্টতর হতে হবে। কোনো দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।’ এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় পিয়ার এক প্রশ্নের জবাবে রফিক সাহেব বলেন, ‘সংগীত হলো একটা দুর্মূল্য কোলাহল।’ যেখানে দুর্মূল্য শব্দের অর্থ হলো অতি উচ্চমূল্য এবং কোলাহল শব্দের অর্থ হলো অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ সংগীত হলো অতি উচ্চমূল্যের অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর। বস্তুত সংগীতের এ ধরনের সংজ্ঞায় সহজ-সরল বা সুস্পষ্ট ভাষার পরিবর্তে জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এটি যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধ। এ কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকে সংগীতের সংজ্ঞাদানে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত সমস্যা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে আমাদের যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো পদের আবশ্যিক অর্থ বা জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলা হয়। অর্থাৎ যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের অপরিহার্য গুণ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়। আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে ‘যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদটি থেকে সংজ্ঞার্থ পদকে অধিক স্পষ্ট হতে হবে।’ অর্থাৎ সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং বলা হবে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি। যেমন- সংগীত হয় দুর্মূল্য কোলাহল। এটি একটি দুর্বোধ্য সংজ্ঞা। কেননা এতে সংগীতের সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, পিয়া সংগীত সম্পর্কে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলেন, সংগীত হলো দুর্মূল্য কোলাহল। এটি দুর্বোধ্য সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে। এরূপ দুর্বোধ্যতা এড়াতে আমাদেরকে সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, উপরের সংজ্ঞাটির ত্রুটি দূরীকরণে সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ এ নিয়ম অনুসারে আমরা বলতে পারি, সংগীত হলো কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি।

প্রশ্ন ৮ মিঃ পাটোয়ারী ক্লাসে যৌক্তিক সংজ্ঞা পড়াতে গিয়ে ছাত্র মিঠুকে ‘বিড়াল’ পদের সংজ্ঞা দিতে বললেন। উত্তরে মিঠু বললো, ‘বিড়াল হয় প্রাণী’। পরে মামুনকে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়, স্যার ‘বিড়াল হয় চতুষ্পদী ইতর প্রাণী’। তখন মিঃ পাটোয়ারী বললেন, তোমাদের দু’জনেই উত্তর ভুল।

(চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. নেতিবাচক সংজ্ঞা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে মিঠুর বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মামুনের বক্তব্যে যে ভুল রয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।
খ কোনো পদের সংজ্ঞায় নেতিবাচক বা নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করলে ভ্রান্ত হয়। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞাকে বলা হয় নেতিবাচক সংজ্ঞা।
 যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুযায়ী- ‘কোনো পদের সংজ্ঞায় নঞর্থক বা নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।’ কারণ নেতিবাচক সংজ্ঞায়

পদের অর্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। যেমন- ‘চাঁদ নয় গ্রহ’। এখানে চাঁদ কী তা না বলে বরং চাঁদ কী নয় তা বলা হয়েছে। এ কারণে এটি একটি নেতিবাচক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত।

গ উদ্দীপকে মিঠুর বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মানুসারে- ‘কোনো পদের সংজ্ঞায় পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে।’ এই নিয়ম অমান্য করে কোনো পদের সংজ্ঞায় আংশিক জাত্যর্থ উল্লেখ করলে উক্ত পদের ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- ‘মানুষ হয় জীব’। এখানে ‘মানুষ’ পদের সংজ্ঞায় ‘বুদ্ধিবৃত্তি’ গুণটি বাদ পড়েছে। ফলে মানুষ পদের জাত্যর্থ হ্রাস পাওয়ার বিপরীতে ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকের বর্ণিত ঘটনায় মিঠু ‘বিড়াল’ পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে, ‘বিড়াল হয় প্রাণী’। এখানে ‘বিড়াল’ পদের সংজ্ঞায় আসন্নতম জাতির উল্লেখ থাকলেও বিভেদক লক্ষণটি বাদ পড়েছে। ফলে বিড়াল পদের জাত্যর্থ হ্রাস পাওয়ার বিপরীতে ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে মিঠুর বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম বিরুদ্ধ।

ঘ উদ্দীপকে মামুনের বক্তব্যে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম অনুসারে, ‘কোনো পদের সংজ্ঞায় পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়।’ এই নিয়ম অমান্য করে আমরা যদি কোনো পদের সংজ্ঞায় অতিরিক্ত জাত্যর্থ উল্লেখ করি তাহলে উক্ত পদের ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পাবে। এর ফলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- ‘মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন স্বার্থপর জীব’। এখানে ‘স্বার্থপর’ বিশেষণটি মানুষ পদের বিয়োজ্য অবান্তর লক্ষণ এবং এটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ হিসেবে উল্লেখ করায় অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। পাশাপাশি এ দৃষ্টান্তে মানুষ পদের জাত্যর্থের সাথে স্বার্থপর শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করায় মানুষের মধ্যে যারা স্বার্থপর তাদের এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যারা স্বার্থপর নয় তাদেরকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ এ সংজ্ঞায় নেই। অর্থাৎ এখানে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পেয়েছে। ফলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় মামুন ‘বিড়াল’ পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে, ‘বিড়াল হয় চতুষ্পদী ইতর প্রাণী’। এখানে সে ‘বিড়াল’ পদের সংজ্ঞায় ‘চতুষ্পদী ইতর’ নামক অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করেছে। এ কারণে ‘বিড়াল’ পদের ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পেয়েছে। ফলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, সংজ্ঞা প্রদানের সময় কোনো পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হলে এবং তা ঐ পদের বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকের মামুন ‘বিড়াল’ পদের সংজ্ঞায় দিতে গিয়ে অতিরিক্ত গুণ হিসেবে অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করেছে বলে তার বক্তব্যে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রশ্ন ৯ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সোহেলকে বললেন, মানুষ সম্পর্কে কিছু বলো। সোহেল বললো, ‘মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত জীব।’ এরপর শিক্ষক শিশিরকে বললেন, তুমি কি তার সাথে একমত? উত্তরে শিশির বললো, ‘না, আমার মতে মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব।’ তখন শিক্ষক বললেন, তোমরা দু’জনেই ভুল উত্তর দিয়েছো।

(যশোর বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা বলতে কী বোঝ? ১
- খ. বৃপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি কখন ঘটে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সোহেলের বক্তব্যে কোন ধরনের সংজ্ঞা দোষ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সোহেল ও শিশিরের বক্তব্যের আলোকে যে সংজ্ঞা দোষ ঘটেছে তার তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও। ৪

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে- 'কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না'। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- 'উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ'। এখানে 'উট' পদের সংজ্ঞায় 'মরুভূমির জাহাজ' নামক রূপকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাই এখানে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ. উদ্দীপকে সোহেলের বক্তব্যে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি প্রকৃত জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ থাকে এবং সে অতিরিক্ত গুণ যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এবূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম বাহুল্য সংজ্ঞা। যেমন- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বিচারশীল প্রাণী। এখানে অতিরিক্ত 'বিচারশীল' গুণটি মানুষ পদের উপলক্ষণ, জাত্যর্থ নয়। এ কারণে এটি বাহুল্য সংজ্ঞা হিসেবে পরিগণিত।

উদ্দীপকে সোহেল মানুষ পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে, মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত জীব। এখানে সে মানুষ পদের প্রকৃত জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত 'শিক্ষিত' গুণ উল্লেখ করেছে। যা মানুষ পদের উপলক্ষণ, জাত্যর্থ নয়। এ কারণে সোহেলের বক্তব্য বাহুল্য সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট।

ঘ. উদ্দীপকে সোহেল ও শিশিরের বক্তব্যে যথাক্রমে বাহুল্য ও চক্রক সংজ্ঞাদোষ ঘটেছে। নিচে উভয় বিষয়ের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো- কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ থাকে এবং সে গুণটি যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এবূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম বাহুল্য সংজ্ঞা। উদ্দীপকের সোহেল মানুষ পদের সংজ্ঞায় বলে, মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত জীব। এখানে 'শিক্ষিত' গুণটি মানুষ পদের উপলক্ষণ, জাত্যর্থ নয়। অর্থাৎ সোহেলের সংজ্ঞা বাহুল্য দোষে দুষ্ট। অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকের শিশির বলে, মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব। এখানে 'মনুষ্য' হলো 'মানুষ' পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। এ কারণে উদ্দীপকের চক্রক সংজ্ঞা হিসেবে পরিগণিত।

উৎপত্তিগত অর্থে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম অমান্য করলে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি উভয়ই যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত কারণে সৃষ্টি। আমরা যদি যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম ও তৃতীয় নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করি তবে উভয় অনুপপত্তি এড়াতে পারব।

প্রশ্ন-১০. মিশা বললো, 'কোনো জিনিসকে জানতে হলে সেটা যেরকম সেভাবেই জানতে হবে। যেমন- লাল শাড়িটি হলো লাল বর্ণের।' সীমা বললো, 'কেউ কেউ আবার নিজের মতো করে কোনো জিনিসকে প্রকাশ করে। যেমন- তারা মানুষকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলে যে, মানুষ হলো যুক্তিপ্রবণ জীব কিংবা মানুষ হলো হাস্যপ্রিয় জীব।'

[সিলেট বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ১।]

ক. রূপক সংজ্ঞা কী? ১

খ. 'মানুষ একটা জীব'— সংজ্ঞাটিতে কোন দোষ ঘটেছে? ২

গ. মিশার বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়মের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সীমার বক্তব্যে যে দুটি সংজ্ঞা দোষ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করলে যে অনুপপত্তি ঘটে, তাকে রূপক সংজ্ঞা বলে।

খ. 'মানুষ একটা জীব'- সংজ্ঞাটিতে অতিব্যাপক সংজ্ঞা দোষ ঘটেছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম অনুসারে- 'কোনো পদের সংজ্ঞায় পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে।' এই নিয়ম অমান্য করে কোনো পদের সংজ্ঞায় আংশিক জাত্যর্থ উল্লেখ করলে সে পদের ব্যত্যর্থ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেবে। যেমন- 'মানুষ একটা জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞায় 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি বাদ পড়েছে। ফলে মানুষ পদের জাত্যর্থ হ্রাস পাওয়ার বিপরীতে ব্যত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ. মিশার বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মের প্রকাশ ঘটেছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মানুসারে- যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে, পূর্ণ জাত্যর্থের কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না। অর্থাৎ যৌক্তিক সংজ্ঞায় আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করলেই পূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশ করা হবে। যেমন: 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের পূর্ণ জাত্যর্থ হিসেবে 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' উভয়ই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটি মানুষ পদের যথার্থ সংজ্ঞা।

উদ্দীপকের বর্ণিত ঘটনায় মিশা বলে, কোনো জিনিসকে জানতে হলে সেটা যেরকম সেভাবেই জানতে হবে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের সংজ্ঞায় তার পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে হবে। এ কারণে বলা যায়, মিশার বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ. সীমার বক্তব্যে চক্রক ও অব্যাপক সংজ্ঞাদোষ বা অনুপপত্তি ঘটেছে। নিচে উভয় অনুপপত্তি বিশ্লেষণ করা হলো—

কোনো পদের সংজ্ঞায় সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- 'মানুষ হয় মনুষ্য জাতীয় জীব।' এ সংজ্ঞায় মানুষ সম্পর্কে নতুন কিছুই না বলে একই কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। কারণ 'মানুষ' ও 'মনুষ্য' হলো সমার্থক শব্দ।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় মানুষ পদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে সীমা বলে, মানুষ হলো যুক্তিপ্রবণ জীব। এখানে 'যুক্তিপ্রবণ জীব' মানুষ পদের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সীমার এ বক্তব্যে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখের পরিবর্তে অতিরিক্ত কোনো গুণ উল্লেখ করা হয় এবং সেই গুণ যদি ঐ পদের বিচ্ছেদ্য অবাস্তব লক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞায় ভ্রান্তি দেখা দেবে। যা অব্যাপক সংজ্ঞা হিসেবে পরিচিত। যেমন- 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন কালো জীব'। এখানে 'কালো' গুণটি মানুষ পদের একটি অবিচ্ছেদ্য অবাস্তব লক্ষণ। কেননা, এ গুণটি সকল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়। উদ্দীপকের সীমা মানুষ পদের সংজ্ঞায় বলে, 'মানুষ হলো হাস্যপ্রিয় জীব।' এখানে 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি হলো বিচ্ছেদ্য অবাস্তব লক্ষণ। ফলে সীমার সংজ্ঞাটি অব্যাপক সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো জাত্যর্থের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এজন্য এখানে বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এ নিয়মগুলো লঙ্ঘন করলে বিভিন্ন অনুপপত্তি ঘটে। তাইতো সংজ্ঞার তৃতীয় ও প্রথম নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে সীমার প্রদত্ত সংজ্ঞা দুটিতে চক্রক সংজ্ঞা ও অব্যাপক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রশ্ন-১১. দৃশ্য-১ : মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।

দৃশ্য-২ : শিক্ষক হচ্ছেন তিনি যিনি শিক্ষা দান করেন।

[দিলাজপুর বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ৩।]

ক. জাত্যর্থ কী? ১

খ. সংজ্ঞা হলো জাত্যর্থের পূর্ণ বিবৃতি— ব্যাখ্যা করো। ২

- গ. উদ্দীপকটি পাঠ্যসূচির যে বিষয়কে ইঙ্গিত করে তার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে দৃশ্য-২ দ্বারা নির্দেশিত বিষয়টি দৃশ্য-১ এর মতো নিয়মসিদ্ধ হয়নি— মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের অপরিহার্য ও মৌলিক গুণ হলো জাত্যর্থ।

খ কোনো পদের জাত্যর্থের পূর্ণ বিবৃতিকে বলা হয় যৌক্তিক সংজ্ঞা। জাত্যর্থ হচ্ছে পদের আবশ্যিক বা সাধারণ গুণ। এ গুণ সংজ্ঞার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন: 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় বলা হয়— 'মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখের মাধ্যমে পদটিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ কারণে বলা হয়, সংজ্ঞা হলো জাত্যর্থের পূর্ণ বিবৃতি।

গ উদ্দীপকটি পাঠ্যসূচির যৌক্তিক সংজ্ঞার বিষয়কে ইঙ্গিত করে। নিচে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হলো—

পরমতম বা সর্বোচ্চ জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন: দ্রব্য। কারণ এ পদের কোনো উচ্চতর জাতি নেই। তাই এর আসন্নতম জাতি উল্লেখ করা যায় না। বিশিষ্ট গুণবাচক পদ হিসেবে বিষাদ-সিন্ধু, তুহার-ধবল ইত্যাদি পদ এতো সরল ও বিশিষ্ট যে এর কোনো জাত্যর্থ পাওয়া যায় না। এছাড়াও স্বকীয় নামবাচক পদ হিসেবে নূরজাহান, সুমনা, ঢাকা প্রভৃতি পদেরও জাত্যর্থ নেই। তাই এরূপ স্বকীয় নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

চরম প্রাকৃতিক গুণ (প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, কার্যকারণ নিয়ম, মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম ইত্যাদি) ও মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কেননা, এসব গুণের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা যায় না। পাশাপাশি অনন্য বিষয় হিসেবে বিধাতা, দেশ, কাল, আত্মা ইত্যাদি পদের আসন্নতম জাতি নির্ণয় করা যায় না। তাই এর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্য-২ দ্বারা নির্দেশিত চক্রক সংজ্ঞার বিষয়টি দৃশ্য-১ এর যৌক্তিক সংজ্ঞার মতো নিয়মসিদ্ধ হয়নি—উক্তিটি যথার্থ।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ উল্লেখ করা হয়। পদের এ আবশ্যিক গুণকে বলা হয় জাত্যর্থ। পদের জাত্যর্থের জন্য আসন্নতম জাতি এবং বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। যেমন- দৃশ্য-১ এ বর্ণিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এটি 'মানুষ' পদের যথার্থ সংজ্ঞা। কেননা, এখানে 'মানুষ' পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকার ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সাধারণত কোনো পদের সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম হলো, 'কোনো পদের সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে সেই পদের সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে না।' কারণ সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পদের অর্থ সুস্পষ্ট করা। তাই এই নিয়ম অমান্য করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— দৃশ্য-২ এ বর্ণিত 'শিক্ষক হচ্ছেন তিনি যিনি শিক্ষা দান করেন'। এখানে শিক্ষক পদের সংজ্ঞায় একই বক্তব্য বা প্রতিশব্দ ব্যবহারের কারণে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে দৃশ্য-২ দ্বারা নির্দেশিত বিষয়টি দৃশ্য-১ এর মতো নিয়মসিদ্ধ নয়।

পরিশেষে বলা যায়, চক্রক সংজ্ঞা হলো একটি ভ্রান্ত সংজ্ঞা প্রক্রিয়া। যার দৃষ্টান্ত আমরা দৃশ্য-২ এ পেয়ে থাকি। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো যথার্থ সংজ্ঞা প্রক্রিয়া। যেখানে যথার্থ সংজ্ঞার সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যার দৃষ্টান্ত আমরা দৃশ্য-১ এ পেয়ে থাকি। এ কারণেই বলা যায়— উদ্দীপকে দৃশ্য-২ দ্বারা নির্দেশিত চক্রক সংজ্ঞার বিষয়টি দৃশ্য-১ এর যৌক্তিক সংজ্ঞার মতো নিয়মসিদ্ধ হয়নি।

প্রশ্ন ১২ অফিস থেকে ফিরে জনাব শাহিন তার স্ত্রীকে বললেন, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। এ কথা এক সময় বলা হলেও আজকাল আর বলা হয় না। আমার মনে হয় সবাই আমরা পশুর মতো হয়ে যাচ্ছি। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।' উত্তরে স্ত্রী বললেন, 'মানুষ হয় হাত, পা, চোখ, কান বিশিষ্ট প্রাণী। তাছাড়া মানুষ হাসতে জানে, গাইতে জানে এবং নাচতেও জানে। মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আছে।' /ঢাকা বোর্ড-২০১৬/ প্রশ্ন নং ১/

ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী?

১

খ. চক্রক সংজ্ঞা বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকে শাহিন সাহেবের বক্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ে পঠিত কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব শাহিন ও তার স্ত্রীর বক্তব্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকার ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা।

কোনো পদের সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞার উদ্ভব হয়। যেমন— দিন হয় দিবস। এখানে দিন পদের সংজ্ঞায় 'দিবস' নামক সমার্থক শব্দ ব্যবহার করার ফলে চক্রক সংজ্ঞার উদ্ভব হয়েছে।

গ উদ্দীপকে শাহিন সাহেবের বক্তব্য আমার পাঠ্যবইয়ে পঠিত যৌক্তিক সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে।

কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে। যেমন— মানুষ পদের সাধারণ ও আবশ্যিক গুণাবলি হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। তাই এই পদের সংজ্ঞায় বলা হয়, মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। এ সংজ্ঞাটিতে মানুষ পদের জাত্যর্থের পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, জনাব শাহিন প্রথমে মানুষ পদের পূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি স্ত্রীকে লক্ষ করে বলেন, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'। তার এ বক্তব্যে মানুষ পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পায়। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে শাহিন সাহেবের বক্তব্য আমার পঠিত যৌক্তিক সংজ্ঞার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৩ আজাদ, সুমন ও বাবুল তিন বন্ধু দার্শনিক নিয়ে আলোচনা করছিল। আজাদ বললো, দার্শনিকরা হলেন, আলোর মতো। সুমন বললো, দার্শনিকরা হলেন, জ্ঞানানুরাগী নিভীক এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ। বাবুল বললো, দার্শনিকরা হলেন, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং দর্শন চর্চা করাই তাদের মূল কাজ। /রাজশাহী বোর্ড-২০১৬/ প্রশ্ন নং ১; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ১/

ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী?

১

খ. পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন?

২

গ. আজাদের বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন অনুপপত্তি সংঘটিত হয়েছে?

৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে সুমন ও বাবুলের বক্তব্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ অনুপস্থিত থাকলে পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

সংজ্ঞা প্রদান করা হয় কোনো পদের অর্থকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করার প্রয়োজনে। আর পদের পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। যেমন- মানুষ পালকবিহীন দ্বিপদ জীব। এখানে 'মানুষ' পদের বিভেদক লক্ষণ তথা বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি অনুপস্থিত। এজন্য এটি মানুষ পদের সংজ্ঞা নয়।

৭। আজাদের বক্তব্যে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হলে, যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে রূপক সংজ্ঞা বলে। তাই সংজ্ঞায় কখনো অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, রূপক শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। সবসময় পদের জাত্যর্থ অনুসারে শব্দ ব্যবহার করা উচিত। যেমন- সিংহ হয় পশুর রাজা। এখানে সিংহের সংজ্ঞায় 'পশুর রাজা' নামক রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ কারণে এখানে রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকের আজাদ বলেছে- দার্শনিকরা হলেন আলোর মতো। এখানে দার্শনিকদের সাথে আলোর তুলনা করেছে। এই আলোর বিষয়টি দার্শনিক পদের রূপক অর্থ মাত্র। এ কারণে তার সংজ্ঞায় রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

৮। পাঠ্যবইয়ের আলোকে সুমন ও বাবুলের বক্তব্যে যথাক্রমে পদের বর্ণনা ও সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়। যেমন- 'মানুষ' পদের সংজ্ঞায়নে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই উল্লেখ করলে তা যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে, বর্ণনার ক্ষেত্রে পদের পূর্ণ জাত্যর্থ বা অপরিহার্য অর্থ উল্লেখ করা হয় না, নিছক বিবৃতি দেওয়া হয়। উদ্দীপকের বাবুল দার্শনিকদের সম্পর্কে বলে, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং দর্শন চর্চা করাই তাদের মূল কাজ। অর্থাৎ সে 'দার্শনিক' পদের নিছক বিবৃতি দিয়েছে। এ কারণে বাবুলের বক্তব্য হলো বর্ণনা।

সংজ্ঞার ক্ষেত্রে জাত্যর্থ ছাড়া অন্যকোনো গুণ উল্লেখ করা হয় না। এ অর্থাৎ যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন— উদ্দীপকের বাবুল দার্শনিক পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ করেছে। এ কারণে তার বক্তব্য হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনা দু'টি ভিন্ন বিষয়। তবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা যেরূপ বিবৃতি প্রদান করি তা বর্ণনা হিসেবেই অধিক পরিচিত। এ কারণেই সুমন ও বাবুলের বক্তব্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন-১৪। সুমন ও কেয়া একদিন বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরির বারান্দায় বসে গল্প করছিল। গল্পচ্ছলে এক সময় মানুষ সম্পর্কে প্রসঙ্গ এলে কেয়া সুমনকে জিজ্ঞেস করল, 'মানুষ কী?' উত্তরে সুমন বললো, 'মানুষ হয় সভ্য জীব।' কেয়া বললো, 'তোমার উত্তর সঠিক হয়নি কেননা, মানুষ হয় সামাজিক জীব।' *[যেগার বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ১/]*

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. যৌক্তিক সংজ্ঞায় কেন নিয়ম মেনে চলতে হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মানুষ সম্পর্কে সুমনের উত্তরের যৌক্তিকতা নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মানুষ সম্পর্কে কেয়ার উত্তর বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোন পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. যথার্থ ও নির্ভুল সংজ্ঞা প্রদানের জন্য যৌক্তিক সংজ্ঞায় নিয়ম মেনে চলতে হয়।

যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পদের অর্থকে সুস্পষ্ট বা সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা। আর এজন্য আমাদের যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম মেনে চলা আবশ্যিক। অন্যথায় পদের সংজ্ঞা ভ্রান্ত হয়, যা থেকে উদ্ভব ঘটে অনুপপত্তির। সুতরাং এই অনুপপত্তিগুলো এড়িয়ে একটি নির্ভুল সংজ্ঞা প্রদানের জন্য যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মাবলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

৭। উদ্দীপকে উল্লেখিত মানুষ সম্পর্কে সুমনের উত্তর যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম হচ্ছে, কোনো পদের সংজ্ঞায় পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে। বস্তুত একটা পদের জাত্যর্থ তার সাধারণ ও আবশ্যিকীয় গুণ দ্বারা গঠিত। সুতরাং কোনো পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে ঐ পদের অপরিহার্য গুণসমূহকেই উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায়, পদের সংজ্ঞা যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- মানুষ পদের সংজ্ঞা হলো, মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। এখানে মানুষের পূর্ণ জাত্যর্থ হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ পদের এই সংজ্ঞাটিকে যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করা যায়।

উদ্দীপকে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুমন বলেছে, মানুষ হয় সভ্য জীব। সুমনের দেওয়া সংজ্ঞায় মানুষ পদের পূর্ণ জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিফলন ঘটেনি। সুতরাং এই সংজ্ঞাটিকে যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না।

৮। উদ্দীপকে উল্লেখিত মানুষ সম্পর্কে কেয়ার উত্তরকে আমরা বর্ণনা বলে অভিহিত করতে পারি।

বর্ণনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পদের উপলক্ষণ বা আংশিক জাত্যর্থ ও অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করা যায়। যেমন— মানুষ হয় এক প্রকার পক্ষবিহীন দ্বিপদ জীব। এ বাক্যে মানুষ পদের উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই এটি হলো মানুষ পদের বর্ণনা। বস্তুত বর্ণনায় একটি পদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। এখানে আমরা পদের উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করি মাত্র। তাই বর্ণনার মাধ্যমে পদের পরিপূর্ণ অর্থ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় না।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় কেয়া বলে, মানুষ হয় সামাজিক জীব। এখানে মানুষ পদের আংশিক জাত্যর্থ এবং কিছু অবান্তর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মানুষ পদের পূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশ পায়নি। তাই কেয়ার বক্তব্যকে বর্ণনা বলে অভিহিত করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তিবিদ্যায় বর্ণনার মর্যাদা তুলনামূলকভাবে সংজ্ঞার চেয়ে কম। কিন্তু অনেক সময় একটি পদের পূর্ণ জাত্যর্থ আমাদের অজানা থাকলে সে ক্ষেত্রে বর্ণনার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন-১৫। কফিল উদ্দিন গ্রামের একজন মুদি দোকানদার। তিনি একটি হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার জন্য জেলা জজ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। জজ সাহেব ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কফিল উদ্দিন যেভাবে ঘটনা দেখেছেন সেভাবে বললেন। 'আসামির হাতে একটি চাকু ও পিস্তল দেখছিলাম, তিনি সাক্ষ্যে একথা উল্লেখ করেন। এতে জজ সাহেব প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারেন এবং আসামিকে শাস্তি প্রদান করেন। *[যেগার বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ২/]*

- ক. বর্ণনা কী? ১
- খ. 'আনন্দ হচ্ছে বেদনার অভাব'— সংজ্ঞাটি সঠিক নয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কফিল উদ্দিনের সাক্ষ্য যুক্তিবিদ্যার কোন বিষয়টি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টির সঙ্গে যৌক্তিক সংজ্ঞার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পদকে সহজ ও বোধগম্য করে প্রকাশ করা হয়, তাই হচ্ছে বর্ণনা।

খ. 'আনন্দ হচ্ছে বেদনার অভাব' সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। কারণ এ সংজ্ঞায় চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুসারে, কোনো পদের সংজ্ঞায় তার সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে আলোচ্য পদের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়ার বদলে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেমন- 'আনন্দ হচ্ছে বেদনার অভাব'। এখানে আনন্দের সংজ্ঞা

দিতে গিয়ে 'বেদনার অভাব' নামক সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে 'বেদনার অভাব' দ্বারা 'আনন্দ' পদটি সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এই কারণে সংজ্ঞাটি সঠিক নয়।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি হচ্ছে বর্ণনা। নিচে বর্ণনার সাথে যৌক্তিক সংজ্ঞার সম্পর্ক উপস্থাপন করা হলো—

বর্ণনা ও যৌক্তিক সংজ্ঞা উভয়ই নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করণে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত কোনো জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ ও বোধগম্য করতে উভয় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যদিও এই বিষয় দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন: যৌক্তিক সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ। অন্যদিকে, কোনো পদের উপলক্ষণ, অবান্তর লক্ষণ বা জাত্যর্থের অংশ বিশেষের সাথে মিশিয়ে উল্লেখ করাই হলো বর্ণনা। যুক্তিবিদ্যায় শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আর বর্ণনা হলো কোনো বিষয় বা বস্তুর বিবৃতি। এছাড়া যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার কারণে এটি একটি সীমিত প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, কোনোরকম সীমাবদ্ধতা না থাকার কারণে বর্ণনা ছোট বা বড় দুই ধরনেরই হতে পারে।

উদ্দীপকে কফিল উদ্দীনের সাক্ষ্যকে আমরা বর্ণনা বলে অভিহিত করতে পারি, সংজ্ঞা হিসেবে নয়। কারণ তার বক্তব্যে ঘটনার বিবৃতি প্রকাশ পেয়েছে, পদের জাত্যর্থ বা অপরিহার্য অংশ নয়।

সংজ্ঞা ও বর্ণনার সম্পর্কের আলোকে বুঝতে পারি যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমরা বর্ণনার ব্যবহার করে থাকি। উদ্দীপকের কফিল উদ্দীনের আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে যেমন বর্ণনার বিষয় পরিলক্ষিত হয় তেমনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংজ্ঞার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, কোনো পদের অর্থ সুস্পষ্টকরণে যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনার পারস্পরিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৬ নিলয় ও রাখী মা-বাবার সাথে ঢাকায় বেড়াতে এসে চিড়িয়াখানা দেখতে গেল। তারা বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি দেখছে আর মা-বাবার নিকট থেকে তাদের পরিচয় জেনে নিচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা সিংহের খাঁচার কাছে গেল। বাবা বললেন, এটা সিংহ। 'সিংহ হচ্ছে বনোন্মিষপতি।' মা বললেন, 'সিংহ হচ্ছে এক শ্রেণির হিংস্র জীব।' *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬] প্রশ্ন নং ১/*

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. কখন অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সিংহ সম্বন্ধে বাবার উক্তি যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়মের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সিংহ সম্বন্ধে মা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কি যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মানুসারে, কোনো পদের সংজ্ঞায় পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে; তার চেয়ে বেশি নয়, কমও নয়। এই নিয়মটি অমান্য করে কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থ থেকে কম গুণের উল্লেখ করলে যে ত্রুটি ঘটে তাকে অতিব্যাপক সংজ্ঞা বলে। যেমন— 'মানুষ হয় একটি জীব'। এ সংজ্ঞায় মানুষের সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে প্রকাশ করা হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে সিংহ সম্বন্ধে মা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞায় জাত্যর্থ থেকে বেশি গুণ উল্লেখ করলে এবং এই অতিরিক্ত গুণটি পদের অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ। এরূপ ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞাকে আপাতিক সংজ্ঞা বলে। যেমন— 'মানুষ হয় একটি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন দ্বিপদ জীব'। এই পদটিতে মানুষের পূর্ণ জাত্যর্থ থেকেও অতিরিক্ত দ্বিপদ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। 'দ্বিপদ' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থ বা অপরিহার্য অংশ নয়। আবার জাত্যর্থ থেকেও নিঃসৃত নয়। এই গুণটি মানুষ পদের একটি অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। সুতরাং এই সংজ্ঞাটিকে যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। এটা ত্রুটিপূর্ণ আপাতিক সংজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সিংহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নিলয় ও রাখীর মা বলেছেন, সিংহ হচ্ছে এক শ্রেণির হিংস্র প্রাণী। 'হিংস্রতা' সিংহের অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হওয়ায় এই সংজ্ঞাটিকে আপাতিক সংজ্ঞা বলা যায়। এটি যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

পরিশেষে বলা যায়, একটি পদের সংজ্ঞায় কেবলমাত্র পূর্ণ জাত্যর্থের উল্লেখ করতে হবে। এর থেকে বেশি বা কম কোনো গুণের উল্লেখ করলে তা ভ্রান্ত সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য হবে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সিংহ পদের জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ করায় এটি ভ্রান্ত সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের সিংহ সম্বন্ধে মা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ১৭ দৃশ্যকল্প-১: মাইশা তার বাবাকে প্রশ্ন করলো, বাবা সমুদ্র কী? বাবা বললেন, 'সমুদ্র নয় নদী'।

দৃশ্যকল্প-২: শাইমুম ইউরোপ থেকে এসে প্রীতমকে বললো, 'ইউরোপীয়ানরা হয় মানবিক জীব।' শূনে প্রীতম বললো, 'আরে ভাই আমরা বাঙালিরা কী অমানবিক? আমাদের মধ্যেও মায়া, মমতা ভালোবাসা আছে।'

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬] প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি কখন ঘটে? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বাবার কথায় কী ধরনের দোষ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ শাইমুম ও প্রীতমের কথায় যে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ কোনো পদের যৌক্তিক সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হলে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয় এবং তা যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম বাহুল্য সংজ্ঞা। যেমন- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মরণশীল জীব। এখানে মানুষ পদের অতিরিক্ত গুণ হিসেবে 'মরণশীল' শব্দ ব্যবহার করার কারণে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ বাবার কথায় নঞর্থক সংজ্ঞা দোষ ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মানুযায়ী কোনো পদের সংজ্ঞা সদর্থকভাবে দেওয়া সম্ভব হলে তাতে নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। যদি এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। যেমন- আমরা যদি সুখের সংজ্ঞা দিয়ে গিয়ে বলি 'সুখ নয় খারাপ'। তাহলে সংজ্ঞাটি নঞর্থক দোষে দুষ্ট হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাইশা তার বাবাকে সমুদ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তার বাবা বলেন, 'সমুদ্র নয় নদী'। এ সংজ্ঞাটিতে 'নয়' নামক নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যা যৌক্তিক সংজ্ঞা নিয়মের লঙ্ঘন। তাই দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত সংজ্ঞাটি নঞর্থক দোষে দুষ্ট।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৬ যুক্তিবিদ্যা ক্লাসে জসিম স্যার পদের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'হাতি' পদের সংজ্ঞা দিতে বললেন। উত্তরে শিহাব বললো, 'হাতি হলো চতুষ্পদ জীব'। মঈন বললো না স্যার 'হাতি হলো হস্তী'। শূনে স্যার হাসতে হাসতে বললেন, দুজনের উত্তরই ভুল।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬] প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. 'মানুষ হয় প্রাণী'— এখানে সংজ্ঞার কোন নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে? ২
গ. উদ্দীপকে শিহাবের উক্তিযে যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শিহাব ও মঈনের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতি।
খ 'মানুষ হয় প্রাণী'— এখানে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।
যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মানুযায়ী, সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য সংজ্ঞাটিতে পূর্ণ জাত্যর্থের (আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ) পরিবর্তে আংশিক জাত্যর্থ হিসেবে কেবল আসন্নতম জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সংজ্ঞাটিতে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে এবং অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ উদ্দীপকে শিহাবের বক্তব্যে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।
যৌক্তিক সংজ্ঞার একটি দ্রুত রূপ হচ্ছে 'অব্যাপক সংজ্ঞা', যার উদ্ভব ঘটে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের লঙ্ঘন থেকে। এ নিয়ম অনুযায়ী, কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় ও সংজ্ঞার্থের ব্যত্যর্থ সমপরিমাণ হতে হবে, কম বা বেশি হতে পারবে না। কিন্তু কোনো পদের সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট পদের ব্যত্যর্থের চেয়ে বেশি ব্যত্যর্থযুক্ত পদ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে 'অব্যাপক সংজ্ঞা' নামক ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটে।

উদ্দীপকের শিহাব বলে, 'হাতি হলো চতুষ্পদ জীব'। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী হাতি চতুষ্পদ জীব হলেও হাতি ছাড়া আরো অনেক চতুষ্পদ জীব আছে, যেমন: গরু, হাগল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে হাতির এই সংজ্ঞাটি এসব চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ এসব জীবও হাতির উল্লিখিত সংজ্ঞাটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় 'হাতি' এবং 'চতুষ্পদ জীব' এর ব্যত্যর্থ সমপরিমাণ নয়। বরং, 'হাতি' পদের চাইতে চতুষ্পদ জীব পদের ব্যত্যর্থ বেশি। একারণে শিহাবের বক্তব্যে 'অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি' ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের শিহাবের বক্তব্যে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে। আর মঈনের বক্তব্যে চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে। নিম্নে এদের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের চেয়ে সংজ্ঞার্থ পদের ব্যত্যর্থ বেশি হলে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে থাকে। অন্যদিকে, যখন কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদটির সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় তখন চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে থাকে। অতিব্যাপক সংজ্ঞা ব্যত্যর্থের উপস্থাপনগত ত্রুটির কারণে ঘটে থাকে। অন্যদিকে, চক্রক সংজ্ঞা শব্দ উপস্থাপনগত ত্রুটির কারণে ঘটে থাকে। পাশাপাশি অতিব্যাপক সংজ্ঞায় সংশ্লিষ্ট পদটি ছাড়াও অতিরিক্ত অন্যান্য পদ উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে, চক্রক সংজ্ঞায় সংশ্লিষ্ট শব্দের সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ উল্লেখ করা হয় না।

অতিব্যাপক সংজ্ঞা পদের ব্যত্যর্থ বা সংখ্যার সাথে জড়িত। যখন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন এই অনুপপত্তি ঘটে। অন্যদিকে, চক্রক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত কোনো ব্যাপার জড়িত

নয়। এখানে কেবল একই শব্দের কোনো সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তাই দেখা যায় যে, অতিব্যাপক সংজ্ঞা ও চক্রক সংজ্ঞা উভয়ই যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম ভঙ্গের কারণে ঘটে থাকে। তবে উভয়ই অনুপপত্তি হলেও বিভিন্ন দিক দিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ১৯ মনির সাহেব পাওনা টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে বাসায় ফিরে হতাশার সুরে স্ত্রীকে বললেন, "মানুষ আর মানুষ নেই, সব পশু হয়ে গেছে"। উত্তরে স্ত্রী বললো, "মানুষ কখনো পশু হয় না। কারণ 'মানুষ হচ্ছে মানবিক জীব', তাই তাকে মানুষ বলাই শ্রেয়"। মানুষ সম্পর্কে বাবা-মায়ের এমন বক্তব্য শূনে মেয়ে আতিকা বললো, "বাবা মানুষকে পশু বলা না। কারণ 'মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির মুকুট'।" [সিলেট বোর্ড ১৬] প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে? ১
খ. সংজ্ঞা প্রদানের ব্যত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে— বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে মানুষ সম্পর্কে আতিকা যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে, তাতে যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মনির সাহেবের স্ত্রীর বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ সংজ্ঞা প্রদানে ব্যত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।
আমরা জানি, কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে জাত্যর্থের পূর্ণ বিবৃতি দিতে হয় এবং 'সংজ্ঞেয়' ও 'সংজ্ঞার্থের' ব্যত্যর্থ সমপরিমাণ হতে হয়। যেমন- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। এখানে মানুষ পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি'-র উল্লেখ আছে আবার 'মানুষ' পদ এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব' এর ব্যত্যর্থও সমপরিমাণ। তাই সংজ্ঞা প্রদানে ব্যত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুটিই প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে মানুষ সম্পর্কে আতিকা যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে সেখানে যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটির লঙ্ঘন ঘটেছে।
যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে, যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে তবে সংজ্ঞায় কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। উদ্দীপকে আতিকা মানুষ পদটিকে সৃষ্টির মুকুট দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু সৃষ্টির মুকুট শব্দটি একটি রূপক শব্দ যা সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। এ কারণে বলা যায়, আতিকার বক্তব্যে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে মনির সাহেবের স্ত্রী মানুষকে মানবিক জীব বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যা ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত।

যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো কোনো পদের জাত্যর্থের পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট বিবৃতি। যেখানে জাত্যর্থ হচ্ছে কোনো পদের সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ। সুতরাং কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে ঐ পদের আবশ্যিক গুণসমূহ উল্লেখ করতে হবে। সে অনুযায়ী 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞা হবে- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞায় কোনো পদের বিভেদক লক্ষণ ও আসন্নতম জাতি উল্লেখ করা অপরিহার্য। কিন্তু উদ্দীপকে মনির সাহেবের স্ত্রী মানুষ পদের সংজ্ঞায় বিভেদক লক্ষণ হিসেবে 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক গুণের উল্লেখ করেননি। এ কারণে মানুষ সম্পর্কে তার বক্তব্যটি যৌক্তিক সংজ্ঞা নয়।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে মনির সাহেবের স্ত্রী যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে মানুষ পদের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করেননি। ফলে তা যৌক্তিক সংজ্ঞা নয় বরং তার বক্তব্যটি এভাবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে- 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'। তাহলে তার সংজ্ঞাটি সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন-২০ দৃশ্যকল্প-১: 'চোখ হলো নয়ন';

দৃশ্যকল্প-২: 'শিশুর মুখটি চাঁদের মতো সুন্দর';

দৃশ্যকল্প-৩: 'মানুষ হয় শ্বেতাজা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'।

[বিশিষ্ট বোর্ড-২০১৬/১৭ নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. 'সত্যতা' পদটির যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া কি সম্ভব? ২
গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এবং দৃশ্যকল্প-৩ এর মধ্যে কোনটিতে রূপক সংজ্ঞার অনুপপত্তি ঘটেছে বলে তুমি মনে করো? কেন ঘটেছে মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ. 'সত্যতা' পদটির যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

বিশিষ্ট গুণবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। এই পদগুলো এতটাই সহজ যে এদের অর্থকে আর সুস্পষ্ট করা যায় না। কাজেই এই ধরনের পদের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন- 'সত্যতা' একটি বিশিষ্ট গুণবাচক পদ। যার অর্থ এমনিতেই আমাদের কাছে স্পষ্ট। এ কারণে উক্ত পদটির আর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম অনুসারে, যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তির সৃষ্টি হবে। যেমন- মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব। এখানে 'মনুষ্য জাতীয় জীব' ও 'মানুষ' সমার্থক শব্দ হওয়ায় চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ বলা হয়েছে, 'চোখ হলো নয়ন'। অর্থাৎ এখানে চোখের সংজ্ঞায় 'নয়ন' নামক প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে প্রদত্ত সংজ্ঞায় চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ ও ৩ এর মধ্যে দৃশ্যকল্প-২ এ রূপক সংজ্ঞার অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ এখানে যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অমান্য করলে রূপক সংজ্ঞার অনুপপত্তি ঘটে। দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে, যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটিতে ব্যবহৃত অন্যান্য পদ বা সংজ্ঞার পদ স্পষ্টতর হতে হবে। কোনো রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।

যৌক্তিক সংজ্ঞার এই নিয়ম লঙ্ঘন করে যদি রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- সিংহ হলো পশুর রাজা। এখানে 'সিংহ' পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'পশুর রাজা' নামক রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যার ফলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, শিশুর মুখটি চাঁদের মতো সুন্দর। অর্থাৎ শিশুর মুখের সাথে চাঁদের সাদৃশ্য বোঝাতে রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। ফলে এখানে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রশ্ন-২১ পিয়াল কলেজ থেকে বাসায় এসে পাড়ার বাচ্চাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। একদিন সে বললো, তোমরা কী জানো তিমি পানিতে বসবাস করলেও আসলে সেটি মাছ নয়। এটি মাছদের মত সাঁতার কাটলেও এটি ডিম পাড়ে না, বরং বাচ্চা প্রসব করে ও স্তন্যপায়ী। তখন তাতান গরু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "গরু হচ্ছে জীববৃত্তিসম্পন্ন জোড়া শিংযুক্ত প্রাণী।"

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/১৭ নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. যৌক্তিক সংজ্ঞা নেতিবাচক হতে পারে কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পিয়ালের বক্তব্যটি যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন বিষয়টি ব্যস্ত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তাতানের সংজ্ঞাটিতে কি যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো কোনো পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্ট বিবৃতি।

খ. যৌক্তিক সংজ্ঞা নেতিবাচক হতে পারে না।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুযায়ী কোনো পদের সংজ্ঞা ইতিবাচক করা সম্ভব হলে তা নেতিবাচক করা যাবে না। সংজ্ঞায় সর্বদা ইতিবাচক ভাষা ব্যবহার করতে হয়। কারণ ইতিবাচক শব্দের মাধ্যমে পদের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হলে পদের অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় না। যেমন- 'সরল নয় জটিল'- বাক্যটি কোনো যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে না। তাই বলা যায় সংজ্ঞা নেতিবাচক হতে পারে না।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পিয়ালের বক্তব্যটি যৌক্তিক সংজ্ঞার মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যস্ত করে।

যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো কোনো একটি বস্তু বা বিষয়ের সারসত্তার প্রকাশ। যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে উক্ত বস্তু, বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন- মানুষ পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো, মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। এখানে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের পিয়ালের মতানুযায়ী তিমি মাছ পানিতে বাস করলেও আসলে সেটি মাছ নয়। এটি মাছের মত সাঁতার কাটলেও ডিম পাড়ে না। বরং বাচ্চা প্রসব করে ও স্তন্যপায়ী। যা তিমি মাছের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যস্ত করেছে।

ঘ. তাতানের সংজ্ঞাটিতে যৌক্তিক নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়নি।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মানুযায়ী যে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হবে তার পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে কম-বেশি করা যাবে না। কম-বেশি করা হলে চার ধরনের অনুপপত্তি ঘটে। যার মধ্যে আপত্তিক বা অবান্তর সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি অন্যতম। এ অনুপপত্তিতে মূল জাত্যর্থের সাথে একটি অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ করা হয়। যা অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে। যেমন- গরু হচ্ছে জীববৃত্তি সম্পন্ন জোড়া শিংযুক্ত প্রাণী। এখানে গরুর প্রকৃত জাত্যর্থ জীববৃত্তির সাথে অতিরিক্ত গুণ জোড়া শিংযুক্ত প্রাণী নামক অবিচ্ছেদ্য গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক সংজ্ঞা নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। তাই সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায়, অনুপপত্তি দেখা দেবে। যা তাতানের সংজ্ঞায় লক্ষ্যণীয়।

প্রশ্ন-২২ যুক্তিবিদ্যার ক্লাসে তমাল স্যার যৌক্তিক সংজ্ঞার বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেন, সংজ্ঞায় পদের সাধারণ ও আবশ্যিক গুণকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আবার তিনি বলেন, পৃথিবীতে এমন অনেক পদ বা ক্ষেত্র আছে যেগুলোর আবশ্যিক, মৌলিক এবং অপরিহার্য গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। যেমন: সুখ, দুঃখ, শূভ্রতা, আনন্দ, সত্যতা, বেদনা, বিধাতা, প্রেম, বিরহ, দেশ, কাল, কার্যকারণ নিয়ম ইত্যাদি। তমাল স্যার আরও বলেন, জ্ঞানানুরাগী একজন ব্যক্তি কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণার জন্য ও বস্তুকে সঠিকভাবে বিভাজন করতে এবং অজ্ঞতা দূর করতে সবসময়ই নির্ভুল প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

[ঢাকা কলেজ/১৭ নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে? ১
খ. উদাহরণসহ চক্রক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ কোন দিকটি গুরুত্বপূর্ণ? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. সৃজনশীল ১২ নং প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের জাত্যর্থের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়। যেমন: 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা হলো- 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকের তমাল স্যার যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোচনায় বলেন, সংজ্ঞায় পদের সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ তিনি যৌক্তিক সংজ্ঞার জাত্যর্থের দিকটি উল্লেখ করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। নিম্নে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা আলোচনাপূর্বক বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

পরতম জাতির সংজ্ঞা দেয়া যায় না। কারণ এটি অন্য কোনো জাতির উপজাতি নয়। যেমন: দ্রব্য হচ্ছে পরতম জাতি। এজন্য একে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। একক ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে সংজ্ঞা প্রয়োগযোগ্য নয়। যেমন: 'ঢাকা' হচ্ছে একক একটি শহরের নাম, যার এমন কোনো গুণ নেই, যা দ্বারা ঢাকা শহরকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

এছাড়া বিশিষ্ট গুণবাচক পদের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। যেমন: সত্যতা, আমাদের মনের মৌলিক গুণ হিসেবে সুখ, বেদনা, প্রেম ইত্যাদি পদের সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আবার পরম ও মৌলিক নিয়মের সংজ্ঞাদান সম্ভব নয়। যেমন: প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, কার্যকারণ নিয়ম ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংজ্ঞার মাধ্যমে একটি পদকে সহজ ও বোধগম্য করে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোর সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

প্রশ্ন-২৩ উদ্দীপক-১: কান্না হলো অশ্রুপাত।

উদ্দীপক-২: কাব্য হলো মধুর সান্ত্বনা বচন।

উদ্দীপক-৩: গলগ্রহ হলো অপরিহার্য পীড়াজনক পোষ্য।

[উদ্ধৃতি: বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন নূন স্কুল এড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১।]

- | | |
|--|---|
| ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে? | ১ |
| খ. সংজ্ঞা কীভাবে বর্ণনা থেকে পৃথক? | ২ |
| গ. উদ্দীপক-১ এর সংজ্ঞাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপক-২ ও ৩ এর মধ্যে কোন সংজ্ঞাটিকে যথার্থ বলে মনে করো? | ৪ |

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সংজ্ঞা বর্ণনা থেকে পৃথক। সংজ্ঞা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কারণ এখানে সংশ্লিষ্ট পদের অপরিহার্য অর্থ উল্লেখ করা হয়। ফলে প্রতিটি পদের সংজ্ঞা হয় নির্ধারিত ও সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে, বর্ণনা একটি লৌকিক প্রক্রিয়া। কারণ বর্ণনার মাধ্যমে ব্যক্তির মনগড়া ধারণা প্রকাশ পায়। এ কারণেই উভয় বিষয় পরস্পর থেকে আলাদা।

গ. উদ্দীপক-১ এ চক্রক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকার ভ্রান্ত সংজ্ঞা। যেখানে সংজ্ঞায় পদের অর্থের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কারণ কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায় পদের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে পদের মূল অর্থ প্রকাশ পায় না। বরং একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটে মাত্র। যেমন: 'বাতাস হয় পবন'। এখানে 'বাতাস' পদের কোনো গুণ প্রকাশ না করে প্রতিশব্দ (পবন) ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টান্তই হলো চক্রক সংজ্ঞা।

উদ্দীপক-১ এ বলা হয়েছে, কান্না হলো অশ্রুপাত। বস্তুত অশ্রুপাত বলতে কিন্তু কান্নাকেই বোঝায়। তাই বলা যায়, উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটি সমার্থক শব্দ ব্যবহারের কারণে চক্রক দোষে দুষ্ট।

ঘ. উদ্দীপক-২ ও ৩ এর মধ্যে কোনো সংজ্ঞাই যথার্থ নয়। কারণ উভয় দৃষ্টান্তই যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ।

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে, যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞাটি মূল পদ অপেক্ষা স্পষ্টতর হতে হবে। এখানে কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। তাই কোনো পদের সংজ্ঞায় সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষার পরিবর্তে রূপক ভাষা ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: উদ্দীপক-২ এ বলা হয়েছে, কাব্য হলো মধুর সান্ত্বনা বচন। এখানে 'মধুর সান্ত্বনা বচন' রূপকের মাধ্যমে কাব্য পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ কারণে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পাশাপাশি কোনো পদের সংজ্ঞায় সহজ-সরল বা সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার না করে জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: উদ্দীপক-৩ এ বলা হয়েছে, গলগ্রহ হলো অপরিহার্য পীড়াজনক পোষ্য। অর্থাৎ এখানে জটিল ভাষায় গলগ্রহ পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যা অনেকের কাছে বোঝা দুর্বোধ্য বিষয়। এ কারণে এটি একটি দুর্বোধ্য সংজ্ঞা।

পরিশেষে বলা যায়, রূপক ও দুর্বোধ্য উভয়ই ভ্রান্ত সংজ্ঞা। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘনজনিত কারণে উদ্ভব। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উদ্দীপক-২ ও ৩ এ। এ কারণে আমি মনে করি, উদ্দীপক-২ ও ৩ এর মধ্যে কোনোটিই যথার্থ সংজ্ঞা নয়।

প্রশ্ন-২৪ রাহাত তার বন্ধু শুভকে মানুষ পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললো, 'মানুষ হয় এমন প্রাণী যারা খাবার খায় ও পানি পান করে'। শুভ তখন বললো, 'মানুষ হয় দুই হাত বিশিষ্ট প্রাণী'। তাদের তৃতীয় বন্ধু হাবিব বললো, 'মানুষ পদের সংজ্ঞা দেওয়া গেলেও অনেক পদেরই সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না'। [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ১।]

- | | |
|---|---|
| ক. সংজ্ঞায় পদ কাকে বলে? | ১ |
| খ. অব্যাপক সংজ্ঞা কেন হয়? | ২ |
| গ. রাহাত ও শুভ'র কথায় সংজ্ঞার কোন কোন অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. হাবিবের কথাটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাকে সংজ্ঞায় পদ বলে।

খ. কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের কোনো অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করলে অতিরিক্ত গুণটি যদি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয় তাহলে সংজ্ঞা অব্যাপক হয়।

কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- "মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য প্রাণী।" "মানুষ" পদের এ সংজ্ঞায় সভ্য গুণটি যোগ করার ফলে সব অসভ্য মানুষ বাদ পড়েছে। ফলে এখানে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ. রাহাত ও শুভ'র কথায় যথাক্রমে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয় এবং সে গুণটি যদি উপলক্ষণ হয় তাহলে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- রাহাত বলেছিল "মানুষ হয় এমন প্রাণী যারা খাবার খায় ও পানি পান করে"। এখানে "খাবার খাওয়া ও পানি পান করা" উপলক্ষণটিকে মানুষ পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত অংশ হিসেবে উল্লেখ করার কারণে অনুপপত্তি ঘটেছে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয় এবং সে গুণটি যদি অবান্তর লক্ষণ হয়। তাহলে অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকে শুভ বলে, "মানুষ হয় দুই হাত বিশিষ্ট প্রাণী"। এখানে "দুই হাত বিশিষ্ট" শব্দটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ এবং তা মানুষের অবান্তর লক্ষণ।

উদ্দীপকে হাবিবের কথাটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করে হলে কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে। যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়। এর ফলে পদের অর্থ সহজ-সরল ও বোধগম্য হয়। কিছু কিছু পদ আছে যাদের যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে হাবিবের বক্তব্যটি সঠিক। “মানুষ পদের সংজ্ঞা দেওয়া গেলেও অনেক পদেরই সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না।” যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন- পরমতম জাতি, বিশিষ্ট গুণবাচক পদ, স্বকীয় নামবাচক পদ, মৌলিক গুণসমূহ প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কারণ এইসব পদের সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয় না। পরিশেষে বলা যায়, এমন অনেক পদ আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকায় সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-২৫ লিপি সবসময় জরাজেট শাড়ি পরে। সে নীল ও মেবুন রং বেশি পছন্দ করে। পেট্রলের গন্ধ তার মোটেই সহ্য হয় না। অন্যের দুঃখে সে খুব কষ্ট পায়। তার ছোট মেয়ে মালা নিয়ে খেলছিল। তখন সে জানতে চাইল, “মা এটা কী?” লিপি তার মেয়েকে বললো, “মালা হয় মালা।”

[যদি ক্রম কমেজ, ঢাকা। এম নং ১/]

- ক. বাহুল্যদুষ্ট সংজ্ঞা কী? ১
- খ. সংজ্ঞা সর্বদা গাণিতিক সমীকরণতুল্য বলতে কী বোঝ? ২
- গ. লিপি মেয়েকে মালা সম্পর্কে যা বললো যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে তা যথার্থ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে দাগকৃত শব্দগুলো দ্বারা যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন দিকটাকে নির্দেশ করা হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক সংজ্ঞার জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হলে এবং অতিরিক্ত গুণ উপলক্ষ্য হলে তাকে বাহুল্যদুষ্ট সংজ্ঞা বলে।

খ. সংজ্ঞা সর্বদাই গাণিতিক সমীকরণতুল্য বলতে বোঝায়, সংজ্ঞায় সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থ পদের বক্তব্য পরস্পর সমান হতে হবে, কম বা বেশি হতে পারবে না।

সংজ্ঞায় যদিও পদের জাত্যর্থের দিক বিশ্লেষণ করা হয় তবুও সংজ্ঞায় পদ এবং সংজ্ঞার্থ পদের বক্তব্য কম বা বেশি হতে পরবে না। কেননা সংজ্ঞা হলো সমীকরণের মতো যার একদিকে থাকে সংজ্ঞায় পদ অন্যদিকে থাকে সংজ্ঞার্থ পদ। তাই যদি কোনোটির বক্তব্য কম বা বেশি হয় তাহলে সে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হয়। এ কারণে সংজ্ঞায় পদ ও সংজ্ঞার্থ পদ উভয় সমান হতে হবে। এজন্য সংজ্ঞা গাণিতিক সমীকরণের সাথে সমতুল্য।

গ. লিপি মেয়েকে মালা সম্পর্কে যা বলল তা সংজ্ঞা হিসেবে যথার্থ নয়। কারণ এখানে যৌক্তিক সংজ্ঞার চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার একটি অন্যতম ভ্রান্তরূপ হলো চক্রক সংজ্ঞা। যার উদ্ভব ঘটে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম লঙ্ঘন থেকে। এই নিয়মের মূলকথা হলো, কোনো পদের সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংজ্ঞায় পদের অর্থ সুস্পষ্ট করা। কিন্তু সংজ্ঞায় পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে সংজ্ঞায় একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এমন ক্ষেত্রেই উদ্ভব ঘটে “চক্রক সংজ্ঞা” নামক ভ্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা।

উদ্দীপকে লিপি মালাকে মালা বলাতে ভ্রান্ত বা চক্রক সংজ্ঞার অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ সংজ্ঞাটিতে একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কেননা মালা এবং মালা একই অর্থ প্রকাশ করে। যা সবধরনের মালাকে বোঝায়। তাই মালা সম্পর্কে সংজ্ঞা যথার্থ হয়নি।

সুতরাং লিপি যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন।

ঘ. উদ্দীপকে দাগকৃত শব্দগুলো দিয়ে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার দিকটিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আমরা জানি, স্বকীয় নামবাচক পদকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কারণ নামবাচক পদ হলো একাধিক অজাত্যর্থক পদ এবং এগুলো অর্থহীন

চিহ্নমাত্র। আর অজাত্যর্থক পদ হিসেবে এরূপ পদের ব্যক্ত্যর্থ থাকলে জাত্যর্থ থাকে না। উদ্দীপকে ‘লিপি’ একটি নামবাচক পদ। এর বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। তাই এই পদের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না। উদ্দীপকে ‘জরাজেট শাড়ি’ বস্তুবাচক পদ। এর যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অন্যদিকে গন্ধ, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি মৌলিক গুণ। এসব মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কেননা এসব গুণের আসন্নতম জাতি বা বিভেদক লক্ষণের উল্লেখ করা যায় না। অর্থাৎ জাত্যর্থের উল্লেখ করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু এমন অনেক পদ আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে সংজ্ঞার নিয়ম প্রয়োগ করা যায় না। সেসব পদের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকে দাগকৃত শব্দগুলোর মাধ্যমে তা লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন-২৬ দৃশ্যকল্প-১: চোখ হলো নয়ন।

দৃশ্যকল্প-২: শিশুর মুখটি চাঁদের মতো সুন্দর।

দৃশ্যকল্প-৩: মানুষ হয় ষ্ঠেতাজা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।

[মতিগিরি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। এম নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. ‘সত্যতা’ পদটির যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কি? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১-এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ ও ৩ এ কোন কোন অনুপপত্তি ঘটেছে? এই অনুপপত্তি কীভাবে এড়ানো সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ. সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের ‘খ’-এর উত্তর দেখো।

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম অনুসারে, যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তির সৃষ্টি হবে। যেমন- মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব। এখানে ‘মনুষ্য জাতীয় জীব’ ও ‘মানুষ’ সমার্থক শব্দ হওয়ায় চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ বলা হয়েছে, ‘চোখ হলো নয়ন’। অর্থাৎ এখানে চোখের সংজ্ঞায় ‘নয়ন’ নামক প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে প্রদত্ত সংজ্ঞায় চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ ও ৩ এ যথাক্রমে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি এবং অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। এরূপ অনুপপত্তি এড়ানোর ক্ষেত্রে যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম ও প্রথম নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ও দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করে একটি পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, শিশুর মুখটি চাঁদের মতো সুন্দর। এখানে ‘চাঁদের মতো সুন্দর’ নামক রূপকের মাধ্যমে শিশুর মুখের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এ কারণে দৃষ্টান্তটিতে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। এরূপ অনুপপত্তি দূরীকরণে আমাদেরকে যৌক্তিক সংজ্ঞায় রূপক ও দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহার এড়াতে হবে।

অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণটি যদি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয় তাহলে সংজ্ঞায় ভুল হবে। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞাকে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি বলে। দৃশ্যকল্প-৩ এ বলা হয়েছে, মানুষ হয় ষ্ঠেতাজা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। এখানে ‘ষ্ঠেতাজা’ গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ, যা জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ। এ কারণে এখানে অব্যাপক

সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। এরূপ অনুপপত্তি এড়াতে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম অনুসারে পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে, অতিরিক্ত গুণ নয়। পরিশেষে বলা যায়, রূপক সংজ্ঞা এবং অব্যাপক সংজ্ঞা দুটি ভ্রান্ত সংজ্ঞা। এরূপ ভ্রান্তি এড়াতে আমাদেরকে যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম ও প্রথম নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ২৭ ক্লাসে স্যার যুক্তিবিদ্যার এমন একটি অধ্যায় পড়াচ্ছিলেন যেখানে বলা আছে বিষয়টি হলো কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশক। আর জাত্যর্থ হলো কোন পদের সাধারণ ও আবশ্যিক গুণাবলি। যুক্তিবিদ্যার এই বিষয়টির মাধ্যমে আমরা সংশ্লিষ্ট পদের সাথে যথার্থভাবে পরিচিত হতে পারি এবং এই বিষয়টিতে একমাত্র জাত্যর্থ প্রকাশের মাধ্যমেই পদের অর্থকে ব্যক্ত করা যায়।

[নারায়ণপত্র সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. বাহুল্য সংজ্ঞা কী? ১
- খ. আরোপক সংজ্ঞা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের বিষয়টি যে বিষয়ের নির্দেশক তার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত বিষয়টির সীমাবদ্ধতাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ থাকলে এবং সে গুণটি উপলক্ষণ হলে তাকে বাহুল্য সংজ্ঞা বলে।

খ যে কোনো পদের সংজ্ঞায় স্বাধীনভাবে একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করে ইচ্ছানুযায়ী ঐ শব্দের অর্থ প্রদান করাকে আরোপক সংজ্ঞা বলে। আরোপক সংজ্ঞায় ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন শব্দ আরোপ করে স্বাধীনভাবে ঐ শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে পারেন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শব্দের অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের বিষয়টি যৌক্তিক সংজ্ঞা নির্দেশ করে করেছে। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। অর্থাৎ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণের উল্লেখ করতে হয়। এজন্য একে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াও বলা হয়। যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে কোনো পদের অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। আর কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থ পদটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যৌক্তিক সংজ্ঞা যুক্তিবিদ্যার একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বিষয়টি হলো কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশক। এই ইঙ্গিতের মাধ্যমে যৌক্তিক সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। যৌক্তিক সংজ্ঞা পদের অর্থ স্পষ্ট ও বোধগম্য করা হয়। এ কারণে যুক্তিবিদ্যার যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোচনা অপরিহার্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত যৌক্তিক সংজ্ঞা বিষয়টির সীমাবদ্ধতাগুলি বিশ্লেষণ করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এর জাত্যর্থের প্রকাশ। অর্থাৎ আসন্নতম জাতি এবং বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করে যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা। কিন্তু দেশ, কাল ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি পদগুলো স্বতন্ত্র। তাই এসব পদকে অন্য কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এছাড়া পরম ও মৌলিক নিয়মের সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়।

সংজ্ঞায় কোনো স্বকীয় নামবাচক পদের এবং মৌলিক গুণসমূহের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বস্তুত এসব পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা যায় না। পাশাপাশি এসব বিষয় অন্য কোনো বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রশ্ন ২৮ জাহিন, মিশু আর দিপন তিন বন্ধু দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিল। জাহিন বললো, দার্শনিকেরা হলেন আলোর মতো। মিশু বললো, দার্শনিকেরা হলেন, জ্ঞানানুরাগী নিভীক এবং কুসংস্কার মুক্ত মানুষ। তখন দিপন বললো, দার্শনিকেরা হলেন, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং দর্শন চর্চা করাই তাদের মূল কাজ।

[নারায়ণপত্র সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. রূপক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. সংজ্ঞায় পদ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে জাহিনের বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার যে অনুপপত্তি ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত উদ্দীপকের মিশু এবং দিপনের বক্তব্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করলে যে অনুপপত্তি ঘটে, তাকে রূপক সংজ্ঞা বলে।

খ যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাকে সংজ্ঞায় পদ বলে। সংজ্ঞায় পদ হলো কোনো পদের উদ্দেশ্য পদ। যা কোনো যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদ হিসেবে ব্যবহার হলে, সেই উদ্দেশ্য পদটি সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমন: 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।' এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এখানে 'মানুষ' হলো সংজ্ঞায় পদ।

গ জাহিনের বক্তব্যে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে রূপক সংজ্ঞা বলে। তাই সংজ্ঞায় কখনো অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, রূপক শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। সবসময় পদের জাত্যর্থ অনুসারে শব্দ ব্যবহার করা উচিত। যেমন— সিংহ হয় পশুর রাজা। এখানে সিংহের সংজ্ঞায় 'পশুর রাজা' নামক রূপকের অশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ কারণে এখানে রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকের জাহিন বলেছে— দার্শনিকেরা হলেন আলোর মতো। এখানে দার্শনিকদের সাথে আলোর তুলনা করেছে। এই আলোর বিষয়টি দার্শনিক পদের রূপক অর্থ মাত্র। এ কারণে তার সংজ্ঞায় রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২৯ দৃশ্যকল্প-১: ককপিট হয় বিমানের প্রাণ।

দৃশ্যকল্প-২: মানুষ হয় জীব।

[পরীয়াতপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে? ১
- খ. যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এর বিষয়টি কোন নিয়মের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প ২ এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ্ধতির সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ভাষায় পদের অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা যায়, তাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ এমন অনেক পদ আছে, যেগুলোকে সাধারণভাবে সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। আর সেখানেই হচ্ছে সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা। সাধারণত জাত্যর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখের মাধ্যমে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। জাত্যর্থ হলো আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণের সমষ্টি। যেসব পদে এই দুটি উপাদান অনুপস্থিত সেসব পদকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর বিষয় যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের সাথে জড়িত। যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে— কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

উদ্দীপকে 'ককপিটের' সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ককপিট হয় বিমানের প্রাণ। এখানে 'ককপিট' পদের সংজ্ঞায় 'বিমানের প্রাণ' নামক রূপকের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এ কারণে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি জড়িত।

য দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ যথাক্রমে রূপক সংজ্ঞার অনুপপত্তি ও অতিব্যাপক সংজ্ঞার অনুপপত্তিকে নির্দেশ করে। কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। অন্যদিকে, সংজ্ঞায় জাত্যর্থের কিছু অংশ কম থাকলে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে এরূপ অনুপপত্তি ঘটে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ 'ককপিটের' সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় 'ককপিট হয় বিমানের প্রাণ'। এখানে সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত। আবার, দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়- 'মানুষ হয় জীব।' এ সংজ্ঞায় মানুষের সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে প্রকাশ করা হয়নি। তাই অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, সংজ্ঞা প্রদানের সময় কখনো রূপক শব্দ ব্যবহার করা উচিত না। তাছাড়া সংজ্ঞায় পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে।

প্রশ্ন ৩০ যুক্তি-১ : লাউ হয় কদু।

যুক্তি-২ : বৃক্ষ হলো সবিত্যতপ নিরোধক।

[সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ, জামালপুর। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. বস্তুর মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন? ২
- গ. যুক্তি-১ এ যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. যুক্তি-২ এ কী যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে? কারণ উল্লেখ করে তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ. মৌলিক গুণের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ করা যায় না। তাই এ বিষয়ের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন মৌলিক গুণ রয়েছে। যেমন— তিক্ততা, মিষ্টতা, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি। এসব মৌলিক গুণের আসন্নতম জাতি বা বিভেদক লক্ষণ না থাকার কারণে অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ করা যায় না। তাই এসব পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

গ. যুক্তি-১ এ চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

চক্রক সংজ্ঞা হলো এক প্রকারের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সাধারণত কোনো পদের যৌক্তিক সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: দিন হয় দিবস। এখানে দিবস হলো দিনের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। তাই এ সংজ্ঞাটি চক্রক সংজ্ঞাজনিত দোষে দুষ্ট।

যুক্তি-১ এ লাউয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- লাউ হয় কদু। এখানে লাউ ও কদু উভয়ই একই অর্থ নির্দেশ করে। অর্থাৎ একই শব্দের পরিবর্তনগত রূপমাত্র। এ কারণে যুক্তি-১ এ চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. যুক্তি-২ এ যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। নিচে এর কারণ উল্লেখ করে মতামত দেওয়া হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মানুসারে কোনো পদের সংজ্ঞায় জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ সংজ্ঞায় জটিল বা

দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি বলে। যেমন— সংগীত হচ্ছে দুমূল্য কোলাহল। এ সংজ্ঞায় সংগীতের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ এখানে সংজ্ঞার নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

যুক্তি-২ এর দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করে বৃক্ষের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে বৃক্ষের সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংজ্ঞায় জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষার পরিবর্তে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে এরূপ অনুপপত্তির সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৩১ মি. চৌধুরী ক্লাসে ছাত্রদের বললেন- 'তোমরা কি জানো যে, তিমি মাছ আসলে মাছ নয়'। একথা শুনে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো- তাহলে তিমি মাছ কী? উত্তরে মি. চৌধুরী বললেন- তিমি হচ্ছে একশ্রেণীর স্তন্যপায়ী জলচর প্রাণী। অন্যসব মাছের মতো পানিতে বাস করলেও এরা ডিম পাড়ে না বরং বাচ্চা প্রসব করে। এছাড়া প্রাণীদের মতো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই তিমিকে প্রাণী বলে ধরা হয়। তবে মানুষ প্রাণী হলেও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। যা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এ গুণটি নেই।

[নিউ পত্র: জিয়া কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. বর্ণনা কাকে বলে? ১
- খ. সংজ্ঞার্থ ও সংজ্ঞেয় পদ বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে মি. চৌধুরীর বক্তব্য কোন বিষয়ের নির্দেশ করে এবং কেন? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মি. চৌধুরীর তিমি ও মানুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কী বর্ণনা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পদকে সহজ ও বোধগম্য করে প্রকাশ করা হয়, তাই হচ্ছে বর্ণনা।

খ. কোনো পদের সংজ্ঞায় যা ব্যক্ত করা হয় তাকে সংজ্ঞার্থ পদ বলে। অন্যদিকে, যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাকে সংজ্ঞেয় পদ বলে। যেমন: 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা হলো- 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' সংজ্ঞার্থ পদ এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব' হলো সংজ্ঞেয় পদ।

গ. উদ্দীপকে মি. চৌধুরীর বক্তব্যে নির্দেশিত বিষয় হলো বর্ণনা। কোনো পদের উপলক্ষণবা অবান্তর লক্ষণ অথবা জাত্যর্থের অংশবিশেষ একসাথে উল্লেখ করাকে বলে বর্ণনা। বর্ণনায় শুধু পদের বিবৃতি দেওয়া হয়। যেমন— 'মানুষ' পদের বর্ণনায় বলা যায়, 'মানুষ হলো এমন জীব যার দুটি পা, দুটি হাত আছে; যে হাসে, কাঁদে ও যার ব্যক্তিত্ব আছে।' এখানে মানুষ পদের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে বলে এটি বর্ণনা। তেমনিভাবে উদ্দীপকের মি. চৌধুরী তিমি মাছের বর্ণনা দিয়েছেন। উদ্দীপকের মি. চৌধুরী তিমি মাছ সম্পর্কে বলেন, তিমি হচ্ছে এক শ্রেণির জলচর প্রাণী। এরা ডিম পাড়ে না বরং বাচ্চা প্রসব করে। পাশাপাশি এদের প্রাণীর মতো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এভাবে মি. চৌধুরী তিমি মাছের নিছক বর্ণনা দিয়েছেন।

ঘ. উদ্দীপকের মি. চৌধুরী তিমি মাছের ব্যাখ্যা বর্ণনা হলেও মানুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কিন্তু যৌক্তিক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত। নিচে এ বিষয়ে আমার মতামত দেওয়া হলো—

কোনো পদের অপরিহার্য অর্থ হিসেবে পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট প্রকাশই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা। এ কারণে পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। যেমন: 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের পূর্ণ জাত্যর্থ হিসেবে আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এটি মানুষ পদের যথার্থ সংজ্ঞা। উদ্দীপকের মি. চৌধুরী মানুষ সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এ কারণে মানুষ সম্পর্কে তার এরূপ বক্তব্যই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত।

অন্যদিকে, তিনি তিনি মাছ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা নিছক বর্ণনা। কারণ বর্ণনায় যৌক্তিক সংজ্ঞার মতো পদের অপরিহার্য অর্থ উল্লেখ করতে হয় না। এ কারণে বর্ণনা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। তাই মি. চৌধুরীর তিনি মাছের ব্যাখ্যাকে বর্ণনা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনা দুটি ভিন্ন বিষয়। আর এই ভিন্নতার মানদণ্ডে বলা যায়, মি. চৌধুরীর তিনি মাছের ব্যাখ্যা বর্ণনা হলেও মানুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

প্রশ্ন ৩২ রেহান ও মুহিত গ্রামে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা অনেক গাছপালা, পুকুর ও নদী ইত্যাদি দেখে খুব আনন্দিত হলো। ফেরার সময় রেহান বললো, গ্রামের পুকুরে অনেক মাছ পাওয়া যায়। তার কথা শুনে মুহিত বললো, “মাছ হয় মৎস্য জাতীয় জীব”। সে আরও বললো, গ্রাম গাছপালায় ঘেরা সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। মুহিতের কথা শুনে রেহান গ্রাম সম্পর্কে বললো, “কোন গ্রাম নয় অসুন্দর।”

- ক.** যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে? ১
- খ.** যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বলতে কী বোঝ? ২
- গ.** উদ্দীপকে রেহানের বক্তব্যে নির্দেশিত যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকে রেহান ও মুহিতের বক্তব্যে নির্দেশিত যৌক্তিক সংজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ. যেসব পদের সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয় তা যৌক্তিক সংজ্ঞা সীমাবদ্ধতা।

কোনো পদের অর্থকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজনে সংজ্ঞার পদের মাঝে সংজ্ঞায় পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। তবে কার্যকারণ নীতি, পরম নীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আর এসব ক্ষেত্রে সংজ্ঞাদানের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

গ. উদ্দীপকে রেহানের বক্তব্যে নঞর্থক সংজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছে। যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো একটি পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। সংজ্ঞার মাধ্যমে একটা পদ সম্পর্কে পুনরুক্তি ও অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব। আবার, কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যখন নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয় তখন সংজ্ঞা ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। কারণ আমরা জানি সংজ্ঞা সবসময় সদর্থক হয়।

উদ্দীপকে রেহান গ্রামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে- ‘কোনো গ্রাম নয় অসুন্দর।’ তার এ সংজ্ঞাটিতে নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটি যৌক্তিক সংজ্ঞা নয়। কেননা যৌক্তিক সংজ্ঞা সবসময় সদর্থক হয়।

ঘ. উদ্দীপকে রেহান ও মুহিতের বক্তব্য যথাক্রমে নঞর্থক সংজ্ঞা ও চক্রক সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। যৌক্তিক সংজ্ঞার অনেক নিয়ম আছে। এসব নিয়মের মাধ্যমে মূলত সহজ ও স্পষ্টভাবে কোনো পদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে।

কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি পদটির পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞা চক্রক সংজ্ঞা নামে পরিচিত। আবার, কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি সংজ্ঞায় নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয় তবে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞাকে বলা হয় নঞর্থক সংজ্ঞা।

উদ্দীপকে মুহিত বলে- মাছ হয় মৎস্য জাতীয় জীব। এখানে মাছ ও মৎস্য হলো সমার্থক শব্দ। তাই সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত। আবার, রেহান গ্রামের সংজ্ঞায় বলে- কোনো গ্রাম নয় অসুন্দর। এখানে নঞর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই রেহানের সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত। কেননা সংজ্ঞা সবসময় সদর্থক হবে।

প্রশ্ন ৩৩ রনি ও রিম দুইজন একাদশ শ্রেণির ছাত্র। রনি রিমকে প্রশ্ন করলো বলতো “উদ্ভিদ” কী? রিম বললো “উদ্ভিদের ফুল, ফল, কাণ্ড, মূল আছে, আমাদের ছায়া দেয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে”। একথা শুনে রনি বললো “এটা তো উদ্ভিদের বর্ণনা হয়ে গেলো, সংজ্ঞা হয়নি।”

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১/]

- ক.** সংজ্ঞা কী? ১
- খ.** চক্রক সংজ্ঞা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ.** সংজ্ঞা প্রদানের নিয়ম অনুসারে রিম উদ্ভিদের সংজ্ঞা প্রদানে কী ভুল করেছে? বুঝিয়ে লেখো। ৩
- ঘ.** “এটা তো উদ্ভিদের বর্ণনা হয়ে গেলো, সংজ্ঞা হয়নি” উদ্দীপকে রনির বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিকে সংজ্ঞা বলে।

খ. সৃজনশীল ১২ নং প্রশ্নের ‘খ’-এর উত্তর দেখো।

গ. সংজ্ঞা প্রদানের নিয়ম অনুসারে প্রথম নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে রিম উদ্ভিদের সংজ্ঞা প্রদানে ভুল করেছে।

সংজ্ঞার প্রথম নিয়মে আছে, যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, সেই পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে। কারণ সংজ্ঞা হলো কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতি। আর জাত্যর্থ বহির্ভূত অন্য সব গুণের প্রকাশ হচ্ছে বর্ণনা।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় রিম বলল, “উদ্ভিদের ফুল, ফল, কাণ্ড, মূল আছে। আমাদের ছায়া দেয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে”। উদ্ভিদ সম্পর্কে রিমের কথাগুলো সংজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে না। কারণ তার এ বক্তব্যে উদ্ভিদের কোনো জাত্যর্থ ছিল না। তাই রিমের বক্তব্য বর্ণনা হিসেবে বিবেচিত।

ঘ. “এটা তো উদ্ভিদের বর্ণনা হয়ে গেলো, সংজ্ঞা হয়নি”— উদ্দীপকে রনির এই বক্তব্যটি যথার্থ।

বর্ণনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পদের উপলক্ষণ বা আংশিক জাত্যর্থ ও অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করা যায়। বর্ণনায় পদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। এখানে ব্যক্তি নিজের মতো করে একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা বা বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টা করে। যার ফলে পদের মৌলিক অর্থ অস্পষ্টই থেকে যায়।

উদ্দীপকে রনি রিমের কাছে উদ্ভিদের সংজ্ঞা জানতে চেয়েছে। কিন্তু রিম উদ্ভিদের বর্ণনা দেয়। তবে রনি বুঝতে পেরেছে যে উদ্ভিদ সম্পর্কে পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ না করে বর্ণনা প্রদান করায় এটিকে সংজ্ঞা বলা যায় না। সুতরাং, রনির বক্তব্যটি যথার্থ। কারণ উদ্দীপকে উদ্ভিদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বরং উদ্ভিদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৪ ৭ এপ্রিল ২০১৭ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম Business Insider-এর ওয়েব সাইটে মার্কেটস এডিটর জোনাথন গারবার (Jonathan Garber) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল— There's a new 'Asian Tiger'। এ প্রতিবেদনে তিনি বাংলাদেশকে ‘এশিয়ার নতুন বাঘ’ নামে অভিহিত করেন।

[পরিশ সাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ২/]

- ক.** পরমতম জাতি কী? ১
- খ.** যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা লেখো। ২
- গ.** উদ্দীপকে কোন অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তি থেকে পরিব্রাজনের উপায় আলোচনা করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পরমতম জাতি হলো সর্বোচ্চ জাতি।

খ যৌক্তিক সংজ্ঞার কিছু সীমাবদ্ধতার হলো:

সর্বোচ্চ বা পরমতম জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বিশিষ্ট গুণবাচক পদ এবং স্বকীয় নামবাচক পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা যায় না। এ কারণে এসব পদের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া মৌলিক গুণ, বিধাতা, দেশ, কাল, আত্মা ইত্যাদি পদের আসন্নতম জাতি নির্ণয় করা যায় না। তাই এসব বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে।

কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষার পরিবর্তে রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয় তাহলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— 'উট হয় মরুভূমির জাহাজ'। এখানে উটের কোনো আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা জাত্যর্থ উল্লেখ না করে একটি রূপক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তাই এটি একটি রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি।

উদ্দীপকে বর্ণিত Business Insider—এর মার্কেটিং এডিটর জোনাথন গার্বার একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে 'এশিয়ার নতুন বাঘ' নামে অভিহিত করেন। এক সময় এশিয়ার বাঘ বলতে হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকেই বোঝাত। উক্ত চার দেশ ১৯৬০-১৯৯০ সালের মধ্যে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুবাদে এই খ্যাতি পেয়েছিল। আর এ বিষয়টির আদলে জোনাথন গার্বার 'বাংলাদেশ' পদের রূপক সংজ্ঞা প্রদান করেন। এ কারণে উদ্দীপকে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মানুসারে 'যৌক্তিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের অর্থ স্পষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না'। বস্তুত, কোনো পদের অর্থ বা তাৎপর্য যথার্থভাবে বোঝানোর জন্য সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। কিন্তু সংজ্ঞা যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত না হয়ে রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহলে সংজ্ঞা প্রদানের প্রকৃত লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়। তাই সংজ্ঞাকে সর্বদা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হতে হবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, জোনাথন গার্বার নিজের একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে 'এশিয়ার নতুন বাঘ' নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তিনি যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। যদি তিনি এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে রূপক ভাষা পরিহার করতেন তবে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটত না।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। অন্যথায় বিভিন্ন অনুপপত্তির উৎপত্তি হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, এডিটর জোনাথন গার্বার যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। এ কারণে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। আমরা যদি কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার পরিহার করি তবে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি থেকে পরিত্রাণ পাব।

প্রশ্ন-৩৫ দৃষ্টান্ত-১ : সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।

দৃষ্টান্ত-২ : ক্ষুধা হলো আহারের অভাব।

দৃষ্টান্ত-৩ : জল হয় পানি।

(দিনাজপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. যৌক্তিক সংজ্ঞা বর্ণনা থেকে উন্নত কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত-২ এ যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে দৃষ্টান্ত-১ ও ৩ এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করা যায় বলে এটি বর্ণনা থেকে উন্নত।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হয়। ফলে পদের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। অন্যদিকে, বর্ণনায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ বা অপরিহার্য অর্থ উল্লেখ না করে নিছক বিবৃতি দেওয়া হয়। এ কারণে বলা হয়, যৌক্তিক সংজ্ঞা বর্ণনা থেকে উন্নত।

গ দৃষ্টান্ত-২ এ যৌক্তিক নেতিবাচক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুসারে, পদের সংজ্ঞায় সর্বদা সদর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হবে, যৌক্তিক ভাষায় নয়। এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করলে নেতিবাচক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

দৃষ্টান্ত-২ এ বলা হয়েছে— 'ক্ষুধা হলো আহারের অভাব'। অর্থাৎ এখানে 'ক্ষুধা' পদকে 'আহারের অভাব' নামক যৌক্তিক ভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই দৃষ্টান্ত-২ নেতিবাচক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট।

ঘ পাঠ্যবইয়ের আলোকে দৃষ্টান্ত-১ এ যৌক্তিক সংজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত-২ এ চক্রক সংজ্ঞার উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ উল্লেখ করা হয়। এর ফলে পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন— দৃষ্টান্ত-১ এ বর্ণিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'। এখানে 'মানুষ' পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে এটি যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে পরিগণিত। অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— দৃষ্টান্ত-৩ এ বলা হয়েছে, জল হয় পানি। এখানে জলের সমার্থক শব্দ পানি উল্লেখ করার কারণে বস্তুব্যে পুনরুক্তি ঘটেছে। এ কারণে দৃষ্টান্তটি চক্রক অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট।

চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির মূল কারণ হলো সংজ্ঞায় পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় বলে এখানে ভ্রান্তি বা অনুপপত্তির কোনো আশঙ্কা থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, চক্রক সংজ্ঞা ও যৌক্তিক সংজ্ঞা দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা। চক্রক সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হলেও যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞা। এ কারণেই দৃষ্টান্ত-১ এবং ৩ এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন-৩৬ দৃশ্যকল্প-১: মানুষ হয় দ্বিপদ বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।

দৃশ্যকল্প-২: মানুষ হয় সভ্য বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।

দৃশ্যকল্প-৩: মানুষ হয় মনুষ্য জাতীয় জীব।

(নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. বাহুল্য সংজ্ঞা কাকে বলে? ১
- খ. যৌক্তিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অনুপপত্তি ঘটে কেন? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোকে দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-৩ এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ হিসেবে উপলক্ষণ উল্লেখ করা হলে যে ভ্রান্তি ঘটে তাকে বাহুল্য সংজ্ঞা বলে।

খ যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসরণ না করে কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করার কারণে অনুপপত্তি ঘটে।

যথার্থভাবে সংজ্ঞা প্রদানের জন্য যুক্তিবিদ্যায় পাঁচটি নিয়ম হয়েছে। কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে হলে এ নিয়মগুলো আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হয়। অন্যথায় সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা অনুপপত্তি দেখা দেয়।

গ। দৃশ্যকল্প-১ এ অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়মানুযায়ী, সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সে অতিরিক্ত গুণটি যদি অবাস্তব লক্ষণ হয়, তবে সেক্ষেত্রে অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- ‘মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন স্তন্যপায়ী জীব। এখানে ‘স্তন্যপায়ী’ অবাস্তব লক্ষণটি অতিরিক্ত উল্লেখ করার কারণে অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত ‘মানুষ হয় দ্বিপদ বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী’। এই ‘দ্বিপদ’ পদটি অবাস্তব লক্ষণ ও অবিচ্ছেদ্য একটি গুণ। তাই দৃশ্যকল্প-১ এ অবিচ্ছেদ্য অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দ। দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-৩ হলো অবাস্তব লক্ষণজনিত ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি। নিচে উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ থাকে এবং সে গুণটি যদি অবাস্তব লক্ষণ হয়, তাহলে অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- ‘মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন স্তন্যপায়ী জীব’। এখানে স্তন্যপায়ী একটি অতিরিক্ত গুণ ও অবাস্তব লক্ষণ। তাই এক্ষেত্রে অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মানুষ হয় মনুষ্য জাতীয় জীব। এ সংজ্ঞায় মানুষ সম্পর্কে নতুন কিছুই না বলে একই কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। কারণ মানুষ ও মনুষ্য সমার্থক শব্দ। তাই এখানে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, অবাস্তব লক্ষণজনিত অনুপপত্তি ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি উভয়ই সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত কারণে সৃষ্টি। আমরা যদি যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম ও তৃতীয় নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করি তাহলে উভয় অনুপপত্তি এড়াতে পারব।

প্রশ্ন ৩৭। যুক্তিবিদ্যা ক্লাসে শিক্ষক বলছিলেন, যৌক্তিক সংজ্ঞা শুধু যুক্তিবিদ্যাতেই নয় জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও খুবই প্রয়োজনীয়। এ যৌক্তিক সংজ্ঞার কিছু নিয়ম আছে। এ সময় মনিরা জিজ্ঞাসা করল, ‘স্যার এসব নিয়ম না মানলে কি সংজ্ঞা ভুল হয়?’ তখন শিক্ষক বললেন, ‘নিয়ম লঙ্ঘন করে যুক্তি দেওয়া হলে সংজ্ঞায় অনুপপত্তি সৃষ্টি হয়।’

(নোয়াখালী সরকারী কলেজ। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. রূপক সংজ্ঞা বলতে কী বুঝ? ২
- গ. যৌক্তিক সংজ্ঞার কী কী নিয়ম-কানুন আছে বলে তুমি মনে করো? ৩
- ঘ. ‘নিয়ম লঙ্ঘন করে যুক্তি দেওয়া হলে সংজ্ঞায় অনুপপত্তি সৃষ্টি হয়’— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ। কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে রূপক সংজ্ঞা বলে।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে- ‘কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না’। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করা হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- ‘উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ’। এখানে ‘উট’ পদের সংজ্ঞায় ‘মরুভূমির জাহাজ’ নামক রূপকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাই এখানে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ। উদ্দীপকে যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মের প্রতি ইজিত প্রদান করা হয়েছে। নিচে যৌক্তিক সংজ্ঞার পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম— ‘যে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হবে সেই পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে, পূর্ণ জাত্যর্থের বেশি বা কম উল্লেখ করা যাবে না।’

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম— ‘যে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হবে সেই সংজ্ঞাটি অধিক স্পষ্ট হতে হবে, এ ক্ষেত্রে কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।’

যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম— ‘যৌক্তিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের সমার্থক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে না।’

যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়ম— ‘সংজ্ঞায় সর্বদা সদর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হবে, কোনো নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।’

যৌক্তিক সংজ্ঞার পঞ্চম নিয়ম— ‘সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদ এবং সংজ্ঞার্থ পদের ব্যত্যর্থ পরস্পর সমান হবে, কম বা বেশি হতে পারবে না।’

ঘ। যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে পাঁচটি নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এ নিয়মগুলোর অপপ্রয়োগ বা লঙ্ঘনে সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হয় ফলে বিভিন্ন অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়।

যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ যৌক্তিক সংজ্ঞার লক্ষ্য হচ্ছে সংজ্ঞেয় পদের অর্থ সুস্পষ্ট করা। কিন্তু কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণই প্রকাশ করা হয় না। বরং একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটে মাত্র। যৌক্তিক সংজ্ঞার এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: ‘বাতাস হয় পবন’। এখানে ‘বাতাস’ পদের কোনো গুণ প্রকাশ না করে প্রতিশব্দ (পবন) ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ দৃষ্টান্তে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

আবার যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো পদের সংজ্ঞায় সদর্থক বা ইতিবাচক ভাষা ব্যবহার করতে হবে, কোনো নঞর্থক বা নেতিবাচক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন: ‘চাঁদ নয় গ্রহ’। এখানে চাঁদ কী নয় তা বলা হয়েছে কিন্তু চাঁদ কী তা বলা হয়নি। এ কারণে দৃষ্টান্তটি নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো পদের সংজ্ঞায় পাঁচটি নিয়ম আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। যদি কোনো কারণে নিয়মগুলো পালন করা না হয় তাহলে সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হয় বা অনুপপত্তি ঘটে।

প্রশ্ন ৩৮। বুমানার স্বশুরের সাথে গল্প করতে করতে বুমানাকে দেখিয়ে মামা বললেন, আমাদের সোনার টুকরা মেয়ে। স্বশুর জামিল সাহেব বললেন, আমার পিএইচডি ডিগ্রীধারী আসিফও মেধাবী ছেলে।

(নোয়াখালী সরকারী কলেজ। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. বর্ণনা কী? ১
- খ. বাহুল্য সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি ঘটে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মামার কথায় সংজ্ঞার কোন নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে স্বশুরের দেওয়া সংজ্ঞাটি কী যথার্থ? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পদকে সহজ ও বোধগম্য করে প্রকাশ করা হয় তাই হচ্ছে বর্ণনা।

খ। জাত্যর্থের সাথে অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করার কারণে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত কোনো গুণ উল্লেখ করা হয় এবং সেই গুণটি যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয় তাহলে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বিচারশীল প্রাণী। এখানে অতিরিক্ত ‘বিচারশীল’ গুণটি মানুষ পদের উপলক্ষণ। এ কারণে এখানে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ। উদ্দীপকে বর্ণিত মামার কথায় যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটি হলো- ‘যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে। অর্থাৎ সংজ্ঞায় কোনো রূপক ভাষা

ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় বুমানার মামা বলেন, আমাদের সোনার টুকরা মেয়ে। অর্থাৎ তিনি বুমানা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'সোনার টুকরা মেয়ে' নামক রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম বিরুদ্ধ।

ঘ উদ্দীপকে স্বশূরের দেওয়া সংজ্ঞাটি যথার্থ নয়।

যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো কোনো পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতি। এর মাধ্যমে কোনো পদের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায়। আমরা জানি, জাত্যর্থ হলো একটি সাধারণ ও মৌলিক গুণ। সুতরাং কোনো পদের মাধ্যমে ঐ গুণ বা গুণাবলির সুস্পষ্ট উল্লেখ করার প্রক্রিয়া হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা। যেমন- মানুষ পদের সংজ্ঞা হলো, মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। এখানে মানুষ পদের পূর্ণ জাত্যর্থ হিসেবে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নামক গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি আংশিক জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয় বা উপলক্ষণ উল্লেখ করা হয় তাহলে তা যথার্থ সংজ্ঞা হবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, স্বশূরের দেওয়া সংজ্ঞাটি হলো- আমার পিএইচডি ডিগ্রিধারী আসিফও মেধাবী ছেলে। এ সংজ্ঞাটিতে আসিফের পূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশিত হয়নি। বরং পিএইচডি ডিগ্রিধারী বলার মাধ্যমে অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটি যথার্থ সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো বিষয়ে সংজ্ঞা প্রদান করতে হলে তার পূর্ণ জাত্যর্থ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় তা ভ্রান্ত সংজ্ঞা বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে পূর্ণ জাত্যর্থের অভাবে স্বশূরের প্রদত্ত সংজ্ঞা যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ৩৯ বাংলার শিক্ষক আবু তাহের স্যার সবসময় কঠিন করে কথা বলেন। স্যারের কথার মর্মার্থ স্যারের সহকর্মীদেরই বুঝতে কষ্ট হয়। একদিন তিনি হাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "হাতি হলো প্রচণ্ডমত্ত বিপুল দেহধারী চতুষ্পদ আত্মা।" আর ইংরেজির শিক্ষক সাক্ষির আহমেদ স্যার উটের সংজ্ঞা দিয়ে গিয়ে বলেন, "উট হলো মরুভূমির জাহাজ।" জীববিজ্ঞানের শিক্ষক কামরুজ্জামান স্যার মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এক জাগরণীয় বলেন, "মানুষ হলো জীব।" আরেক জাগরণীয় বলেন, "মানুষ হলো বিচার শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।"

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন কলেজ] প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা বলতে কী বুঝ? ১
- খ. যৌক্তিক সংজ্ঞার দুইটি নিয়ম ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবু তাহের স্যার ও সাক্ষির স্যারের সংজ্ঞায় কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে বুঝিয়ে লিখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কামরুজ্জামান স্যারের মানুষ সম্পর্কে সংজ্ঞায় যে নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে তার অনুপপত্তিগুলো বুঝিয়ে লিখ। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌক্তিক সংজ্ঞা বলতে কোনো পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতি বোঝায়।

খ যৌক্তিক সংজ্ঞার দুটি নিয়ম ব্যাখ্যা করা হলো—

প্রথম নিয়ম: যে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হবে তার পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে জাত্যর্থের কমবেশি করা যাবে না। দ্বিতীয় নিয়ম: কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আবু তাহের স্যারের সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি এবং সাক্ষির স্যারের সংজ্ঞায় রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে। কোনো পদের সংজ্ঞায় সহজ-সরল ভাষার পরিবর্তে কঠিন ও দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- উদ্দীপকে বর্ণিত আবু তাহের স্যার হাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাতি হলো প্রচণ্ডমত্ত বিপুল দেহধারী আত্মা'। যা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তিকে নির্দেশ করে। যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি সুস্পষ্টতর

হতে হবে; সংজ্ঞায় কোনো রূপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কেননা রূপক শব্দ ব্যবহার করলে সংজ্ঞার অর্থ একদিকে সুস্পষ্ট হয় না অন্যদিকে তেমন সহজবোধ্য হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাক্ষির স্যার উটের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'উট হলো মরুভূমির জাহাজ'। যা রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তিকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কামরুজ্জামান স্যারের সংজ্ঞায় প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করলে চার ধরনের অনুপপত্তি দেখা দেয়।

বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি : কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সে গুণটি যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয়, তাহলে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মানুষ হলো বিচার শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।

আপত্তিক সংজ্ঞা : কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি প্রকৃত জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণটুকু অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয় তাহলে আপত্তিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন দ্বিপদ জীব।

অব্যাপক সংজ্ঞা : কোনো পদের সংজ্ঞা যদি প্রকৃত জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণটুকু বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয় তাহলে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ফর্সা জীব।

অতিব্যাপক সংজ্ঞা : কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি প্রকৃত জাত্যর্থ থেকে কম গুণের উল্লেখ করা হয় তাহলে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মানুষ হয় জীব।

পরিশেষে বলা যায়, সংজ্ঞা মূলত পদের প্রকৃত জাত্যর্থের ওপর নির্ভরশীল। জাত্যর্থের কম বেশি করলে চার ধরনের অনুপপত্তি ঘটে। যার মধ্যে কামরুজ্জামান স্যারের সংজ্ঞায় দুটি লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ৪০ দৃশ্য-১ : আঁধার হলো আলোর অভাব।

দৃশ্য-২ : উট হলো মরুভূমির জাহাজ।

দৃশ্য-৩ : শিক্ষক হন তিনি যিনি শিক্ষকতা করেন।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বাদিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম] প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
- খ. মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন? ২
- গ. দৃশ্য-১ এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্য-২ ও ৩ এর মধ্যে যে দুটি বিষয়ের ইজিত রয়েছে সে বিষয় সে বিষয় দুটির পার্থক্য করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দেখো।

গ দৃশ্য-১ এ নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুসারে 'কোনো পদের সংজ্ঞায় সর্বদা সদর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হবে। নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

দৃশ্যকল্প-১ এ আঁধারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'আঁধার হলো আলোর অভাব'। অর্থাৎ এখানে আঁধারের সংজ্ঞায় 'আলোর অভাব' নামক নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-১ এ নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ দৃশ্য-২ ও ৩ এ যথাক্রমে রূপক সংজ্ঞা ও চক্রক সংজ্ঞা নামক দু'টি বিবয়ের ইজিত করেছে। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞায় সর্বদা মূল বা অপরিহার্য শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যদি এর পরিবর্তে রূপক শব্দ ব্যবহার করে কোনো পদের সংজ্ঞা দেওয়া হলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। দৃশ্য-২ এ উটের সংজ্ঞায় 'মরুভূমির জাহাজ' নামক রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাই এখানে রূপক

সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- দৃশ্য-৩ এ শিক্ষক পদের সংজ্ঞায় একই বক্তব্যের পরিবর্তনগত রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এটি চক্রক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত।

সাধারণত যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক শব্দ ব্যবহার করলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি উভয়ই যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত কারণে সৃষ্ট। আমরা যদি যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম ও তৃতীয় নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করি তবে উভয় অনুপপত্তি এড়াতে পারব।

প্রশ্ন-৪১ : দৃশ্য-১ : মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য জীব।

দৃশ্য-২ : গরু হয় প্রাণী।

দৃশ্য-৩ : গরু হয় চতুষ্পদী প্রাণী।

(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. সংজ্ঞায় পদ কী? ১
খ. নেতিবাচক সংজ্ঞা বলতে কী বুঝ? ২
গ. দৃশ্য ২ এ কোন ধরনের সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্য ১ ও ৩ এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাকে সংজ্ঞায় পদ বলে।

খ. সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দেখো।

গ. দৃশ্য-১ এ অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায় পদের আংশিক জাত্যর্থ উল্লেখ করলে উক্ত পদের ব্যত্যর্থ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেবে। যেমন- 'মানুষ হয় জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞায় 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি বাদ পড়েছে। ফলে মানুষ পদের জাত্যর্থ হ্রাস পাওয়ার বিপরীতে ব্যত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দৃশ্য-১ এ বলা হয়েছে, 'গরু হয় প্রাণী'। এখানে 'গরু' পদের সংজ্ঞায় আসন্নতম জাতির উল্লেখ থাকলেও বিভেদক লক্ষণটি বাদ পড়েছে। ফলে গরু পদের জাত্যর্থ হ্রাস পাওয়ার বিপরীতে ব্যত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে বলা যায়, অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্য-১ ও ৩ এ যথাক্রমে অব্যাপক সংজ্ঞা এবং যৌক্তিক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। নিচে উভয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

কোনো পদের সংজ্ঞায় অতিরিক্ত জাত্যর্থ উল্লেখ করা হলে পদের ব্যত্যর্থ হ্রাস পায়। এর ফলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। এ কারণে অব্যাপক সংজ্ঞা এক প্রকার ভ্রান্ত সংজ্ঞা। যেমন-দৃশ্য-১ এ উল্লেখিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য জীব'। এখানে 'সভ্য' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ হিসেবে উল্লেখ করায় অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞায় একটি পদের আবশ্যিক গুণ উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি পদের সকল নিয়ম অনুসরণ করে যথার্থ অর্থ সুস্পষ্ট করা হয় বলে এখানে ভ্রান্তি বা অনুপপত্তির কোনো আশঙ্কা থাকে না। যেমন-দৃশ্য-৩ এ বর্ণিত 'গরু হয় চতুষ্পদী প্রাণী'। এখানে 'গরু' পদের পূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে দৃষ্টান্তটি যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে পরিগণিত।

পরিশেষে বলা যায়, অব্যাপক সংজ্ঞা ও যৌক্তিক সংজ্ঞা দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা। অব্যাপক সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হলেও যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞা। এ কারণেই দৃশ্য-১ ও দৃশ্য-৩ এর মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান।

প্রশ্ন-৪২ : ঘটনা-১ : বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী মমতাজ তার সুরেলা কণ্ঠে 'জীবন হলো এক রক্তামণ্ড' গানটি গেয়ে শ্রোতাদের মন কেড়ে নেন। তার গানের কথায় শ্রোতারা জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা না পেলেও মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করেছে।

ঘটনা-২ : প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে শাকিল সাহেব বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আদনান সাহেব এ দৃশ্য দেখে বললেন, কী ব্যাপার এখানে কেন? শাকিল সাহেব বললেন, এমন পবনের মতো বাতাস কোথায় পাব?

(সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. সংজ্ঞার্থ পদ কী? ১
খ. দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ঘটনা-১ এ সংজ্ঞার কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি— বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যেসব পদ দিয়ে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে সংজ্ঞার্থ পদ বলে।

খ. দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি হলো এক প্রকার ভ্রান্ত সংজ্ঞা।

দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি বলতে বোঝায়, যেখানে কোনো পদের সংজ্ঞায় সহজ-সরল ভাষার পরিবর্তে জটিল বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন: নারী হলো বসন-ভূষণ শোভিত লজ্জাবতী লতা। এখানে নারীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তা বেশ দুর্বোধ্য। অনেক সাধারণ মানুষের পক্ষেই এগুলো বোঝা কষ্টকর। এ কারণে এটি দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত।

গ. ঘটনা-১ এ রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মানুসারে 'কোনো পদের সংজ্ঞায় সংজ্ঞার্থ পদের অর্থ অধিক স্পষ্ট হতে হবে। কোনো রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এই ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা হলো রূপক সংজ্ঞা। যেমন: সিংহ হলো পশুর রাজা। এখানে 'সিংহ' পদের সংজ্ঞায় 'পশুর রাজা' নামক রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যা যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের পরিপন্থী।

ঘটনা-১ এ বর্ণিত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী মমতাজ গানের মাধ্যমে 'জীবন' পদকে বোঝানোর জন্য 'রক্তামণ্ড' নামক রূপক ভাষা ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনি 'জীবন' পদের স্পষ্ট সংজ্ঞা না দিয়ে রূপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ কারণে ঘটনা-১ এ রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. ঘটনা-২-এ সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি— বক্তব্যটি সঠিক।

আমরা জানি, যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার আবশ্যিক গুণাবলি ব্যক্ত করতে হয়। যেমন: 'মানুষ' পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো— 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে মানুষ পদের আসন্নতম জাতি হিসেবে 'জীববৃত্তি' এবং বিভেদক লক্ষণ হিসেবে 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক অপরিহার্য গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এটি মানুষ পদের যথার্থ সংজ্ঞা। কিন্তু অন্যকোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সেই পদ বা তার সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে সংজ্ঞায় পদের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না।

ঘটনা-২-এ বর্ণিত শাকিল সাহেব বাতাসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে সমার্থক শব্দ পবন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো পদের সংজ্ঞায় সেই পদ বা তার সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। শাকিল সাহেব যৌক্তিক সংজ্ঞার এ নিয়মটি লঙ্ঘন করেছেন। এ কারণে তার বক্তব্যে সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পায়নি।

সাধারণত কোনো পদের অর্থ সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই তার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সংজ্ঞায় পদের সমার্থক শব্দ ব্যবহার বা পুনরুক্তি করা যায় না। কিন্তু উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ শাকিল সাহেব সংজ্ঞার এই নিয়মটি লঙ্ঘন করায় অনুপপত্তি ঘটেছে। তাই বলা যায়- ঘটনা-২ এ সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি- বস্তুবাচি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪৩ রফিক সাহেব তার দুই ছেলেকে নিয়ে কোরবানির হাটে পশু কিনতে গেলেন। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং উট সহ নানান জাতির প্রাণী দেখে তারা খুবই আনন্দিত। বাবা বললেন, 'উট হলো মরুভূমির জাহাজ'। তিনি আরও বলেন যে, মরুভূমিতে পানি নেই তাই একে জাহাজ বলা হয়। এ প্রাণীটি প্রচুর মাল বহন করতে পারে। সেরিফ বললো, 'মহিষ হাতির মতো হলেও মহিষ কিন্তু হাতি নয়।' জারিফ বললো, 'মানুষ কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।'।

[জাদালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে? ১
- খ. সংজ্ঞায় পদের সমার্থক শব্দ, প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে অনুপপত্তি কেন সংগঠিত হয়? ২
- গ. বাবার উক্তিটি কী যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম মেনে চলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সেরিফ ও জারিফের উক্তি বিশ্লেষণ করে কোনটি গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে করো? ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ. সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘন করে একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটলে অনুপপত্তি সংগঠিত হয়।

যৌক্তিক সংজ্ঞার লক্ষ্য হচ্ছে সংজ্ঞায় পদকে সুস্পষ্ট করা। এ কারণে সংজ্ঞায় পদের সমার্থক শব্দ, প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যদি সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে তাহলে অনুপপত্তি ঘটে।

গ. বাবার উক্তিটি যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মানুযায়ী, কোনো পদের সংজ্ঞায় সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষার পরিবর্তে রূপক ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হয়। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞাকে রূপক সংজ্ঞা বলে। বস্তুত রূপক সংজ্ঞা প্রদানের ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাই রূপক ভাষা ব্যবহার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বর্জনীয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় বাবা বলেছেন, "উট হলো মরুভূমির জাহাজ"। এখানে "মরুভূমির জাহাজ" নামক রূপকের আশ্রয় নিয়েই উটের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই উদ্দীপকে বাবার উক্তিটি যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসৃত নয়।

ঘ. সেরিফ ও জারিফের উক্তি বিশ্লেষণ করে জারিফের উক্তিটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

সংজ্ঞার নিয়মানুযায়ী, সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ পদের পূর্ণ জাত্যর্থ হিসেবে নিকটতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি যৌক্তিক সংজ্ঞার আরেকটি নিয়ম হলো সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে সদর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ কোনো নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় জারিফের উক্তিটি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করেছে। কারণ জারিফ বলেছে, "মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব"। এখানে মানুষ পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেরিফ বলেছে, "মহিষ হাতির মতো হলেও মহিষ কিন্তু হাতি নয়"। এখানে নঞর্থক ভাষা ব্যবহারের ফলে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে শুধুমাত্র জারিফের উক্তিটি যৌক্তিক সংজ্ঞা হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

প্রশ্ন ৪৪ উদ্দীপক-১ : মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।

উদ্দীপক-২ : মানুষ হয় মনুষ্যজাতীয় জীব।

উদ্দীপক-৩ : মানুষ হয় পক্ষবিহীন দ্বিপদ জীব।

[সিরকারি কে সি কলেজ, বিনাইদহ। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. সংজ্ঞায় পদ কাকে বলে? ১
- খ. যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক-৩ পাঠ্যপুস্তকের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক-১ এবং উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বিষয়ের পার্থক্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাকে সংজ্ঞায় পদ বলে।

খ. যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম হলো— 'যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞাটি সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্টতর হতে হবে। সংজ্ঞায় কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।'

যৌক্তিক সংজ্ঞার সংজ্ঞায় পদের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়। এতে কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞায় পদটি স্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে জটিল হয়ে যায়। যেমন: 'উট হয় মরুভূমির জাহাজ'। এখানে 'উট' পদের সংজ্ঞায় 'মরুভূমির জাহাজ' এই রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে 'উট' পদের সংজ্ঞার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়েছে। তাই কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষার পরিবর্তে সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

গ. উদ্দীপক-৩ এর দৃষ্টান্তটি অবাস্তর ও অতিব্যাপক সংজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম অনুযায়ী, যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদের সংজ্ঞায় জাত্যর্থের পূর্ণ উল্লেখ করতে হবে। জাত্যর্থের কম-বেশি উল্লেখ করা যাবে না।

উদ্দীপক-৩ এ বর্ণিত সংজ্ঞায় মানুষ পদের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কারণ সংজ্ঞার মূল শর্ত সংজ্ঞায় পদের জাত্যর্থকে প্রকাশ করা। উল্লেখিত সংজ্ঞাটিতে মানুষ পদের জাত্যর্থের পরিবর্তে জাত্যর্থের সাথে সম্পর্কশূন্য আপাতিক বা অবাস্তর গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ পক্ষহীন দ্বিপদ বিশিষ্ট হওয়া মানুষ পদের জাত্যর্থের অন্তর্ভুক্ত কোনো গুণ নয়। এখানে জাত্যর্থের পরিবর্তে এ গুণটি উল্লেখ করায় মানুষ পদের ব্যত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী দ্বিপদ প্রাণিমাত্রই মানুষ বলে গণ্য হবে। এজন্য আলোচ্য সংজ্ঞাটি অবাস্তর এবং অতিব্যাপক সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট।

ঘ. উদ্দীপক-১ ও ২ এ উল্লেখিত সংজ্ঞা হলো যথাক্রমে যৌক্তিক সংজ্ঞা এবং চক্রক সংজ্ঞা। নিচে উভয় বিষয়ের পার্থক্য আলোচনা করা হলো— যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের আবশ্যিক গুণ উল্লেখ করা হয়। এর ফলে পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পায়। এ কারণে অনেক যুক্তিবিদ এই সংজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, কোনো পদের সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটে। চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির মূল কারণ হলো সংজ্ঞায় পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা। অন্যদিকে, যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় বলে এখানে ভ্রান্তি বা অনুপপত্তির কোনো আশঙ্কা থাকে না।

উদ্দীপক-১ এ বর্ণিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে এটি যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে পরিগণিত। অন্যদিকে, উদ্দীপক-২ এ বলা হয়েছে, 'মানুষ হয় মনুষ্যজাতীয় জীব'। এখানে মানুষ পদের অপরিহার্য অর্থ প্রকাশ না করে একই বস্তুর পুনরুক্তি ঘটেছে। এ কারণে দৃষ্টান্তটি চক্রক অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট।

পরিশেষে বলা যায়, চক্রক সংজ্ঞা ও যৌক্তিক সংজ্ঞা দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা। চক্রক সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হলেও যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞা। এ কারণেই উদ্দীপক-১ এবং উদ্দীপক-২ এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ৪৫ সফিক ও তার বন্ধুরা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সেখানে তারা দুটি সিংহ দেখতে পেল। বন্ধুদের মধ্যে দুঃসাহসিকতার জন্য রফিকের বদনাম আছে। সবাই ভয়ে চুপসে আছে। আর এমন সময় রফিক জোরে জোরে ছড়া কাটছে, 'সিংহ মামা, সিংহ মামা/ করছ তুমি কী?' সাদিয়া রফিককে বোঝালো, 'সিংহ হলো পশুর রাজা। এর সাথে দুটামি করলে আমরা সবাই মরব। চলো পালাই।' /*দিতাইল সরকারি মহিলা কলেজ, প্রশ্ন নং ১/*

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. সংজ্ঞায় পদের বিপরীত পদের ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে সাদিয়ার বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদিয়া কি যৌক্তিক সংজ্ঞার কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করেছে? কীভাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

খ সংজ্ঞায় পদের বিপরীত পদকে সংজ্ঞার্থ পদ বলা হয়।

কোনো পদের সংজ্ঞায় যা ব্যক্ত করা হয় বা উল্লেখ করা হয় তাকে সংজ্ঞার্থ পদ বলে। অর্থাৎ সংজ্ঞায় পদের বিপরীতে যা ব্যক্ত করা হয় তাই সংজ্ঞার্থ পদ। যেমন— 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'। এখানে মানুষ সম্পর্কে বলা 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী' হলো সংজ্ঞার্থ পদ।

গ উদ্দীপকের সাদিয়ার বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের রূপক সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হয়। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞাকে বলা হয় রূপক সংজ্ঞা। যেমন: 'পানি হচ্ছে জীবন'। এটি একটি রূপক সংজ্ঞা। কারণ এখানে পানির সংজ্ঞায় 'জীবন' রূপক শব্দের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনায় সাদিয়া রফিককে বলে, সিংহ হলো পশুর রাজা। অর্থাৎ সে সিংহের সংজ্ঞায় 'পশুর রাজা' রূপকটির আশ্রয় নিয়েছে। প্রচণ্ড শক্তি, বিশাল আকার ও রাজসিক চেহারার জন্য সিংহকে রূপক অর্থে পশুর রাজা বলা হয়। এ কারণে সাদিয়ার বক্তব্য রূপক সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, সাদিয়া যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

আমরা জানি, যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে— 'কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সংজ্ঞায় পদ থেকে সংজ্ঞার্থ পদকে অধিক স্পষ্ট হতে হবে। এ কারণে সংজ্ঞার্থ পদে কোনো রূপক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞায় যদি রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এই ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা হলো রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সাদিয়া সিংহের সংজ্ঞায় দ্বিতীয় নিয়মটি লঙ্ঘন করেছে। কারণ সে বলেছে, সিংহ হলো পশুর রাজা। অর্থাৎ সে 'সিংহ' পদের সংজ্ঞায় 'পশুর রাজা' নামক রূপকের আশ্রয় নিয়েছে। এটি যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মবিরুদ্ধ।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো পদের অর্থকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা। এ উদ্দেশ্যেই যুক্তিবিদরা যৌক্তিক সংজ্ঞার পাঁচটি নিয়ম প্রচলন করেছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মে কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সিংহকে রূপক হিসেবে 'পশুর রাজা' বলায় সাদিয়া যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

প্রশ্ন ৪৬ কলেজের রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ চলে গেল এবং আঁধার হলো। তানিয়া নিশিকে বললো, "আঁধার হলো আলোর অভাব"। নিশি বললো, আমার কাছে মনে হয় "আঁধার হলো কালো"। সান্ধি বললো "ঈশ্বর আলো আঁধার তৈরী করেছেন"।

/সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল। প্রশ্ন নং ১/

- ক. যৌক্তিক সংজ্ঞা কী? ১
খ. পরমতম জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—কেন? ২
গ. তানিয়ার বক্তব্য যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিশি ও সান্ধির বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখাও। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো কোনো পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতি।

খ সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার কারণে পরমতম জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। পরমতম জাতি হলো সর্বোচ্চ জাতি যার উপরে আর কোনো জাতি নেই। যেমন দ্রব্য। দ্রব্য হলো সর্বোচ্চ জাতি। দ্রব্যকে অন্য কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। দ্রব্যের আসন্ন জাতি ও বিভেদক লক্ষণের উল্লেখ করা যায়না বিধায় সংজ্ঞা প্রদান অসম্ভব।

গ তানিয়ার বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে। নিচে অনুপপত্তিটি ব্যাখ্যা করা হলো—

যৌক্তিক সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মানুযায়ী কোন পদের সংজ্ঞায় সর্বদা সদর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হবে। নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— 'আনন্দ হচ্ছে বেদনার অভাব' নামক নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকে তানিয়ার বক্তব্যে আঁধারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। 'আঁধার হলো আলোর অভাব'। অর্থাৎ এখানে আঁধারের সংজ্ঞায় 'আলোর অভাব' নামক নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য তানিয়ার বক্তব্যে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকের নিশি ও সান্ধির বক্তব্যে যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার কিছু দিক পাওয়া যায়। নিচে এসব দিকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

নিশি আঁধারকে কালো বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু আমরা জানি, এটি আঁধারের কোনো সঠিক সংজ্ঞা নয়। কেননা বিশিষ্ট গুণবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন— লাল, নীল, আকাশি ইত্যাদি গুণবাচক শব্দকে সহজ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় না।

তাই এগুলোর বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা যায় না। ফলে এক্ষেত্রে সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

অন্যদিকে, সান্ধি তার বক্তব্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সংজ্ঞা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেননা বিশ্বস্ততার এমন কিছু ধারণা আছে যেগুলো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন— দেশ, কাল, ঈশ্বর ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো অনন্য এবং এগুলোকে অন্যকোনো বৃহত্তর জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই এসব পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, যৌক্তিক সংজ্ঞার সুনির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়ম রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলোকে প্রয়োগ করা যায় না সেসব ক্ষেত্রে যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না।

যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১: যৌক্তিক সংজ্ঞা

১. কোন যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পদের অর্থ সুস্পষ্ট করা হয়? [জ্ঞান] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/
 - ক) ব্যাখ্যা
 - খ) বর্ণনা
 - গ) সংজ্ঞা
 - ঘ) বিভাগ
২. মানুষ পদের জাত্যর্থ কয়টি? [জ্ঞান] /হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/
 - ক) দুইটি
 - খ) তিনটি
 - গ) চারটি
 - ঘ) পাঁচটি
৩. যে বিষয় দ্বারা একটি পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাকে কী বলে? [জ্ঞান] /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মজিবিল, ঢাকা; বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আ. রউফ কলেজ/
 - ক) সংজ্ঞেয়
 - খ) উদ্দেশ্য
 - গ) সংজ্ঞার্থক শব্দ
 - ঘ) রূপক
৪. আমাদের চিন্তার স্বচ্ছতা কিসের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]
 - ক) সংজ্ঞায়নের ওপর
 - খ) আলোচনার ওপর
 - গ) অনুমানের ওপর
 - ঘ) উপাদানের ওপর
৫. কোনটি আমাদের নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে? [জ্ঞান]
 - ক) অনুমান
 - খ) আলোচনা
 - গ) সংজ্ঞা
 - ঘ) বৈশিষ্ট্য
৬. 'Definitio' কোন শব্দ হতে উদ্ভূত? [জ্ঞান]
 - ক) গ্রিক
 - খ) ল্যাটিন
 - গ) আরবি
 - ঘ) ইংরেজি
৭. একটা সংজ্ঞা হলো কোনো সংজ্ঞায়িত বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি— এ উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
 - ক) ল্যাটা ও ম্যাকবেথের
 - খ) ম্যাকবেথ ও যোসেফের
 - গ) কপি ও ফাউলারের
 - ঘ) ল্যাটা ও এরিস্টটলের
৮. সংজ্ঞা প্রদানের জন্য যুক্তিবিদ কপি'র পদ্ধতি হলো— [অনুধাবন]
 - i. ব্যক্ত্যর্থ ভিত্তিক
 - ii. অনুমান ভিত্তিক
 - iii. জাত্যর্থভিত্তিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৯. মধ্যযুগীয় যুক্তিবিদগণের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সহজতর উপায় হলো— [অনুধাবন]

i. আসন্নতম জাতিবাচক গুণ

ii. বিভেদক লক্ষণ

iii. জাত্যর্থের পরিপূর্ণ উল্লেখ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তানিয়া পড়ার সময় একটা বাক্য দেখে একটু থমকে গেল। বাক্যটি ছিল সকল মানুষ হয় মরণশীল। কিন্তু সে মানুষ পদ বা বিষয়টি বুঝতে না পেরে ওর বোনকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, মানুষ হচ্ছে একটি প্রাণী যার জীববৃত্তি রয়েছে। তাছাড়া মানুষ তার স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। আর তাই মানুষ অন্যান্য প্রাণী হতে আলাদা।

১০. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? [প্রয়োগ]

ক) যুক্তিবাক্য

খ) সংজ্ঞা

গ) পদ

ঘ) ব্যাখ্যা

১১. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. এটি একটি সমীকরণকে নির্দেশ করে

ii. এটি সকল পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

iii. এটি জাত্যর্থের পূর্ণ বিবৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

১২. সংজ্ঞার কাজ কী? [জ্ঞান] /বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ গাবসির কলেজ, ঢাকা/

ক) জ্ঞাত্যর্থের বিশ্লেষণ

খ) ব্যক্ত্যর্থের বিশ্লেষণ

গ) সংখ্যার বিশ্লেষণ

ঘ) পরিমাণের বিশ্লেষণ

১৩. 'অর্থহীন চিহ্নমাত্র' — কথাটির তাৎপর্য কী? [জ্ঞান]
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]

- (ক) নামবাচক পদ (খ) পরতম পদ
(গ) বিশিষ্ট পদ (ঘ) শ্রেণিবাচক পদ (ক)

১৪. সংজ্ঞা কোন ধরনের পদ্ধতি? [জ্ঞান]

- (ক) লৌকিক পদ্ধতি
(খ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
(গ) ব্যবহারিক পদ্ধতি
(ঘ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (খ)

১৫. কার্যকারণ সম্পর্ক বিহীন হঠাৎ করে দৈবক্রমে কোন ঘটনা ঘটে যাওয়াকে কী বলে? [জ্ঞান] [বি. এ.
এফ শাহীন কলেজ চট্টগ্রাম]

- (ক) সম্ভাবনা (খ) আকস্মিকতা
(গ) অনুকল্প (ঘ) বিকল্প (খ)

১৬. 'সম্ভাবনার ভিত্তি আত্মনিষ্ঠ' — কার উক্তি? [জ্ঞান]

- [সভার কার্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
(ক) কার্ভেথ রিড (খ) মিল
(গ) রাসেল (ঘ) জেডস (ঘ)

১৭. সংজ্ঞার দুটি দিক— [অনুধাবন] [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]

- i. পদ ও শব্দ
ii. ব্যক্তার্থ ও জাত্যর্থ
iii. সংজ্ঞেয় ও সংজ্ঞার্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii (গ)

১৮. সংজ্ঞা দেওয়া যায়— [অনুধাবন]

- i. জীবের
ii. আত্মার
iii. মানুষের
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (খ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কোরবানির গরুর হাট থেকে জামিল সাহেব একটা বিশালদেহী গরু কিনে বাড়িতে ফিরলেন। গরুটি দেখে ছোট্ট ছেলে রাফি জিজ্ঞাসা করল, আজকেল এটা কী? তিনি বললেন, এটি হলো চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণী।

১৯. উদ্দীপকের জামিল সাহেবের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— [প্রয়োগ]

- i. পদের

ii. সংজ্ঞার
iii. বর্ণনার
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (গ)

২০. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়াবলি পরস্পর— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. বিপরীত
ii. নির্ভরশীল
iii. পরিপূরক
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii (খ)

২১. জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করলে সংজ্ঞাজনিত কোন অনুপপত্তি ঘটে? [জ্ঞান] [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

- (ক) বাহুল্য (খ) অতি ব্যাপক
(গ) অব্যাপক (ঘ) অবান্তর (ক)

২২. সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে কোন অনুপপত্তি ঘটে? [জ্ঞান] [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

- (ক) রূপক (খ) চক্রক
(গ) দুর্বোধ্য (ঘ) বাহুল্য (ক)

২৩. সংজ্ঞায় জাত্যর্থের বেশি কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হলে কোন অনুপপত্তি ঘটে? [জ্ঞান]

- (ক) বাহুল্য সংজ্ঞা (খ) আপাতিক সংজ্ঞা
(গ) অব্যাপক সংজ্ঞা (ঘ) অতিব্যাপক সংজ্ঞা (ক)

২৪. 'মানুষ একটা জীব' এ বাক্যটি কোন অনুপপত্তির উদাহরণ? [জ্ঞান]

- (ক) বাহুল্য (খ) আপাতিক
(গ) অব্যাপক (ঘ) অতিব্যাপক (ঘ)

২৫. কোনো পদের সংজ্ঞায় সেই পদের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হলে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে? [জ্ঞান]

- (ক) রূপক অনুপপত্তি
(খ) চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি
(গ) দুর্বোধ্য অনুপপত্তি
(ঘ) বাহুল্য অনুপপত্তি (খ)

২৬. 'জ্ঞানই শক্তি'—এটি কোন ধরনের সংজ্ঞার উদাহরণ? [জ্ঞান]

- (ক) আপাতিক সংজ্ঞা (খ) অতিব্যাপক সংজ্ঞা
(গ) রূপক সংজ্ঞা (ঘ) চক্রক সংজ্ঞা (গ)

২৭. 'বাতাস হয় পবন'—এখানে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? [জ্ঞান]

- (ক) রূপক (খ) দুর্বোধ্য
(গ) চক্রক (ঘ) আপাতিক

২৮. ভাষার মাধ্যমে যেসব সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা অসম্ভব— [অনুধাবন]

- i. নঞর্থক
ii. সদর্থক
iii. নেতিবাচক
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. যৌক্তিক সংজ্ঞার অন্যতম ভ্রান্তরূপ— [অনুধাবন]

- i. রূপক সংজ্ঞা
ii. অতিব্যাপক সংজ্ঞা
iii. চক্রক সংজ্ঞা
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩০ ও ৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলা ক্লাসে ভাবসম্প্রসারণ পড়ানোর সময় শিক্ষক সুখ, দুঃখ, হাসি ও কান্না নিয়ে কথা বলছিলেন। কথার একটি পর্যায়ে তিনি বললেন যে, সুখ হচ্ছে দুঃখের অনুপস্থিতি।

৩০. উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্যে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? [প্রয়োগ]

- (ক) নঞর্থক অনুপপত্তি (খ) চক্রক সংজ্ঞানুপপত্তি
(গ) রূপক অনুপপত্তি (ঘ) দুর্বোধ্য অনুপপত্তি

৩১. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুপপত্তি ঘটলে সংজ্ঞা— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. ভ্রান্ত হবে
ii. ত্রুটিপূর্ণ হবে
iii. বোধগম্য হবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩২. নঞর্থক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায় পদের কোনটি ব্য্ত করা হয় না? [জ্ঞান] [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]

- (ক) গুণ (খ) পরিমাণ
(গ) সমার্থক শব্দ (ঘ) রূপক শব্দ

৩৩. নিচের কোনটি বিশিষ্ট গুণবাচক পদ? [জ্ঞান]

- (ক) রহিম (খ) দ্রব্য
(গ) সত্যতা (ঘ) ঢাকা

৩৪. কোনটি চরম প্রাকৃতিক গুণকে নির্দেশ করছে? [জ্ঞান]

- (ক) মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম (খ) মিষ্টতা
(গ) সত্যতা (ঘ) দেশপ্রেম

৩৫. যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্র হচ্ছে— [অনুধাবন] [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

- i. বিশিষ্ট বস্তু
ii. স্বকীয় নামবাচক পদ
iii. বিশিষ্ট গুণবাচক পদ
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৬. মৌলিক গুণসমূহ হলো— [অনুধাবন]

- i. তিস্ততা
ii. মিষ্টতা
iii. আনন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩৭ ও ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

- (১) মানুষ হয় দু'চোখ বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী
(২) মানুষ হয় মমতাময়ী বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।

[হনি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

৩৭. ১ ও ২ নং এর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে— [প্রয়োগ]

- i. যৌক্তিক সংজ্ঞাজনিত ত্রুটি
ii. অতিরিক্ত জাত্যর্থ
iii. অতিরিক্ত ব্যত্যর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৮. ১ ও ২ নং এর মধ্যে পার্থক্য হল— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. অব্যাপক সংজ্ঞা
ii. বাহুল্য সংজ্ঞা
iii. আপাতিক সংজ্ঞা
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii